BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

আদালতের নামে যুলুমাত

মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ রিয়াদ

১ম দৃশ্য

(স্থানঃ মিশরের রাজধানী কায়রো। এক বিরাট মিছিল সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। জনতা নানারকম শ্লোগান দিচ্ছে।)

জনতাঃ নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। ফেরাউনের পতন চাই। ইয়াজিদের পতন চাই। আল্লাহর আইন চাই। সৎলোকের শাসন চাই। ইসলামী হুকুমাত চাই। ফেরাউনের গদিতে, আগুন জ্বালো একসাথে। ইহুদীবাদ মুর্দাবাদ।

(মিছিলটির কিছুদূর সামনে একটি পরিখায় নিরাপত্তা বাহিনীর একদল সদস্য। তাদের তিনজন অফিসার দুরবীন দিয়ে মিছিলটি পর্যবেক্ষণ করছে। উভয় পক্ষের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একটি রাস্তা। মিছিলটি যখন রাস্তার কাছাকাছি আসে, তখন সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলাচল শুরু হওয়ায় মিছিলকারীরা রাস্তার সামনে থেমে গেল। আর এদিকে রাস্তার ওপাশে পরিখায় অবস্থান নেয়া সৈন্যদের উল্লেখিত তিন অফিসার নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করছে।)

জেনারেল ডেভিডঃ মিছিলটির কারা নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের ভালভাবে ফলো কর। এছাড়া মিছিলটির মধ্য হতে কয়েকজন দৃঢ়চেতা ও সোচ্চার মনোভাবসম্পন্ন তরুণকে recognise কর। অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে চোখ ও মাথার সমন্বয় সাধন করতে হবে।

জেনারেল হেনরীঃ আমার মনে হচ্ছে, ঐ তিনজন তরুণই বেশী উগ্রপন্থী। ওদের একজনের হাতে কোরআন শরীফ দেখা যাচ্ছে, একজন সবুজ পতাকাধারী, এবং অপর একজন সাদা পাগড়ীধারী।

জেনারেল ডেভিডঃ কমপক্ষে ১০/১২ জনকে recognise কর। হাজার হাজার মৌলবাদীর মধ্যে কয়েকজনকে ধরে ফাঁসি দিয়ে দিলেই বাকিরা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। হা-হা-হা---।

জেনারেল ওয়েনঃ চেহারা দেখলেই মানুষ চেনা যায়। ওদের কতিপয় তরুণের চোখে-মুখে এমন একটা বিপ্লবী জোশ দেখা যাচ্ছে, যা আমার চক্ষুকে এড়াতে পারেনি। আমি ওদের recognise করে ফেলেছি।

ডেভিডঃ গাড়ী-ঘোড়ার কারণে ওদের মিছিলটি অনেকক্ষণ যাবত থেমে রয়েছে। তোমরা বরং একটা কাজ কর। এক ঢিলে দুই পাখী মারার ব্যবস্থা কর। তোমরা ১০/১২ জন সিপাহী সামরিক পোশাক ত্যাগ করে ওদের মিছিলের দুই পাশে গিয়ে পরিখা খনন করে পজিশন নিয়ে নাও। তারপর তোমরা মিছিলের সামনের গাড়ীগুলোতে অবস্থানরত ড্রাইভার, হেলপার ও প্যাসেঞ্জারদের লক্ষ্য করে ফায়ারিং শুরু করবে। অতঃপর আমরা আমাদের পরিকল্পিত ইসলামপন্থীদের arrest করব। যাও, তোমরা এক্ষুণি কাজে নেমে পড়।

জনৈক সিপাহীঃ পাঞ্জাবী-টুপি পরিধান করে মিছিলের ভিতরে অনুপ্রবেশ করে কাজটি করলে কেমন হয়?

ডেভিডঃ বেটা বুদ্ধির ঢেকি কোথাকার! তাহলে কি মিছিলকারী জনতা তোদের আস্ত রাখবে? গণপিটুনি এমন একটা জিনিস, যে এর মধ্যে কোনদিন পড়েনি, তার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

(১০/১২ জন সৈন্য গিয়ে মিছিলের দুইপাশে গর্ত করে তার ভিতর দাড়িয়ে গাড়ীর বহরের উপর ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। তিন জেনারেল "একটা একটা মোল্লা ধর, সকাল-বিকাল নাস্তা কর" শ্লোগান দিতে দিতে তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে তৎক্ষণাৎ ঝটিকা অভিযান শুরু করল এবং ১০/১২ জন ইসলামপন্থীকে ধরে নিয়ে এল সামরিক আদালতে।)

ডেভিডঃ বিচারপতি সাহেব, আমরা এই কয়েকজন মোল্লাকে ধরে এনেছি যারা মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছেন। এনারা এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছেন--

বিচারপতিঃ কিন্তু পাগলের বেলায় তো সাত খুনও মাফ।

ডেভিডঃ আরে না, এই বেটা মৌলভীরা সেই কায়দার পাগল নন। এই হুজুরদের পাগল না বলে বরং বলা যায় যে, এনাদের মধ্যে ধৈর্য্য ও সহনশীলতার একটু অভাব রয়েছে।

বিচারপতিঃ আসল ঘটনাটা কি খোলাসা করে বলুন তো।

ডেভিডঃ এনারা একটি মিছিল নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় সামনে দিয়ে গাড়ী চলাচল শুরু হওয়ায় তারা দীর্ঘ সময় আটকে ছিলেন। মানুষের ধৈর্য্যের তো একটা সীমা আছে, তাই না স্যার? এনারাও তার ব্যতিক্রম হননি। এক পর্যায়ে দিলেন টিপ মেরে। ব্যাস, যা হবার হয়ে গেল। কয়েকজন ড্রাইভার, হেলপার ও নিরীহ যাত্রী অক্কা গেল। হতাহতদের মধ্যে বিদেশী পর্যটকও রয়েছে। মিশরের উদারপন্থী সরকারের নিরাপত্তা আদালতে আমরা এর ন্যায়বিচার চাই, জনাব।

বন্দীগণঃ আমরা কোন দুঃখে নিজের দেশের নিরীহ মুসলমানদের মারতে যাব? কোন অমুসলিমের উপর জুলুম করাও তো ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

হেনরীঃ তবে কি এই বিড়াল তপস্বীগণ আমাদেরই টার্গেট করেছিলেন? কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস! শেষ পর্যন্ত কয়েকটা সাধারণ মানুষকে মারলেন। ক্ষুদিরামের মত বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলেন আর এক ইংল্যাণ্ডবাসী।

বন্দীগণঃ আমাদের কারো হাতে কোন আগ্নেয়াস্ত্র তো দুরের কথা, একটা বাশের লাঠিও ছিল না। এটা সম্পূর্ণ সাজানো ঘটনা।

ওয়েনঃ শহীদ শ্লোগান দিচ্ছিল, ফেরাউনের পতন চাই।

বিচারপতিঃ শহীদ! অভিযোগটা কি সঠিক?

শহীদঃ সত্যি।

বিচারপতিঃ অতএব, তুমি সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

ওয়েনঃ আর গাযী শ্লোগান দিচ্ছিল, ইসলামী হুকুমাত চাই।

বিচারপতিঃ গাযী! অভিযোগটা কি সত্য?

গাযীঃ সত্যি।

বিচারপতিঃ অতএব তুমি একজন মৌলবাদী। আর মৌলবাদীদের কাজই হচ্ছে সভ্যতার চাকাকে পিছনের দিকে ঘুরানো। ধর্মীয় রাষ্ট্র হওয়া থেকে ধর্মনিরপেক্ষ মিশরকে রক্ষার জন্য ফাঁসির কোন বিকল্প দেখি না।
পাযীঃ এসব আজগুবি কথা পান কোথায়? ইসলামের মত প্রগতিশীল ধর্ম বা মতবাদ সারা পৃথিবীতে খুঁজে পাবেন না?
বিচারপতিঃ আদালতে বিচারপতির সামনে কিভাবে কথা বলতে হয়, তা তোমাদের জানা উচিত।
ডেভিডঃ আর মুজাহিদ শ্লোগান দিচ্ছিল, ইহুদীবাদ মুর্দাবাদ। ভেবে দেখুন, যখন আরবদের সাথে ইসরাইলের শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে, তখন এ ধরনের উস্কানীমূলক শ্লোগান কি মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা নয়?
বিচারপতিঃ মুজাহিদ! নালিশটা কি সত্যি?
মুজাহিদঃ সত্যি।
বিচারপতিঃ অতএব, তুমি শান্তি বিনষ্টকারী।
মুজাহিদঃ اَلاَ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَ لٰكِنْ لاَّ يَشْعُرُوْنَ- "তারাই শান্তি বিনষ্টকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।"
বিচারপতিঃ বেয়াদব! বিচারপতির মুখের উপর কথা বলে?
পাযীঃ আপনারা যদি অন্যায়ভাবে আহকামুল হাকিমীনের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন, তাহলে আমরা কেন ন্যায়ভাবে বড় বিচারপতির পক্ষে আন্দোলন করতে গিয়ে ছোট বিচারপতির অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে পারব না?
বিচারপতিঃ তাহলে সবকিছু বিবেচনা করে এখন আর সন্দেহ থাকছে না যে, তোমরাই রাগের মাথায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছ।
বন্দীগণঃ না, এটা সম্পূর্ণ সাজানো ঘটনা।
(জনৈক নিরাপত্তা রক্ষীর প্রবেশ)
রক্ষীঃ স্যার, কয়েকজন সাংবাদিক এখানে আসার অনুমতি চাচ্ছেন।
বিচারপতিঃ তাদেরকে বল যে, আমরা সাংবাদিকদের সামনে আসামীদের মানহানি করতে চাই না। অপরাধী সে যত বড়ই হোক না কেন, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার তো সকল মানুষেরই রয়েছে।
পাযীঃ সাংবাদিকদের ঢুকতে দিলে তো আপনাদের তথাকথিত বিচারের নামে প্রহসন সব ফাঁস হয়ে যাবে।
বিচারপতিঃ (পাযীর দিকে চোখরাঙা করে তাকিয়ে মুখে আঙ্গুল দিলেন) এদের সকলের মুখ বন্ধ করে দেয়া হোক।
(নিরাপত্তা রক্ষীরা সিলগালা দিয়ে বন্দীদের মুখ বন্ধ করে দিল।)
বিচারপতিঃ আসামীরা তাদের সকল দোষ স্বীকার করেছে, শুধুমাত্র আসল অপরাধটাই স্বীকার করছে না। এদের টর্চার সেলে নিয়ে যাও। টেপ রেকর্ডারটি সাথে নিয়ে যাও। তিনদিন পর মামলার রায় ঘোষণা করা হবে।

২য় দৃশ্য(ক)

(স্থান- জেলখানার টর্চার সেল। বন্দীদের প্রত্যেককে একেকটি খুঁটির সাথে পিঠমোড়া করে বাঁধা। প্রত্যেকের সামনে একেকটি স্ট্যান্ডে স্থাপন করা লাইট থেকে তীব্র তেজস্ক্রিয় আলোকরশ্মি আপতিত হচ্ছে বন্দীদের দেহের উপর। একেকজন বন্দীর সাথে দুইজন করে টর্চারম্যান। একজন টর্চার লাইটটিকে উপরে নিচে ডানে বামে ঘুরিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করছে, অপরজন জ্বলন্ত লৌহদণ্ড দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্যাকা দিচ্ছে।)
শহীদঃ হাসবুনাল্লাহ।
টর্চারম্যানঃ আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে কোন লাভ হবে না। যদি নিজের ভাল চাস, তাহলে ভালয় ভালয় নিজের দোষ স্বীকার করে নে, নিজের জন্য শান্তিতে মরার বন্দোবস্ত কর।
শহীদঃ কিন্তু যে দোষ আমি আদৌ করিনি, সে দোষ কিভাবে স্বীকার করি?
(টর্চারম্যান আরো সজোরে মোটা লৌহদণ্ডের জ্বলন্ত অঙ্গারটি চেপে ধরে শহীদের বুকে।)
শহীদঃ হাসবুনাল্লাহ।
পাযীঃ আর তো পারছি না বাবা। আল্লাহ্‌র দোহাই লাগে, আমাকে একটা মিনিটের জন্য একটু বিশ্রাম নিতে দাও।
টর্চারম্যানঃ আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে কিছু পাওয়া যায় না। যদি কিছু পেতে চাও, আমাদের প্রেসিডেন্টের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা কর।
পাযীঃ লাথ্‌থি মারি তোদের প্রেসিডেন্টকে। আল্লাহ্‌র লানত হোক ঐ ফেরাউন দাজ্জালের উপর।
মুজাহিদঃ আমি তো মরে যাচ্ছি বাবা। আমাকে একটিবার আমার বউ-বাচ্চার সাথে দেখা করার সুযোগ দাও।
টর্চারম্যানঃ ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি। তোর বউ-বাচ্চার ঠিকানা দে।
মুজাহিদঃ ১৩ নম্বর গলি, ২১ নম্বর বাড়ি। বাবা একটু তাড়াতাড়ি ওদেরকে এনে দাও।
টর্চারম্যানঃ এনে দেব, তবে শর্তসাপেক্ষে। আগে লক্ষী ছেলেটির মত নিজের অপরাধ স্বীকার করে নাও।
মুজাহিদঃ যে অপরাধ আমি করিনি, সে অপরাধের দায়ভার কেন আমি বহন করতে যাব?
টর্চারম্যানঃ মুজাহিদ, তোর বউয়ের ইজ্জত যদি বাঁচাতে চাস, যদি তোর বাচ্চাগুলোর ভাল চাস, তাহলে তাড়াতাড়ি নিজের দোষ স্বীকার কর।
মুজাহিদঃ আল্লাহ্, এই জালেমদের বিচার কর।
বন্দীরাঃ (সমস্বরে) টর্চার টর্চার টর্চার--
এই টর্চার একদিন আনবে, তোদের
পরাজয়।
প্রধান টর্চারম্যানঃ এত মেডিসিন দেয়ার পরও দেখছি এদের তেজ একটুও কমছে না। বুঝেছি, মেডিসিনের ডোজ এবার এক ডিগ্রী বাড়াতে হবে। আমাদের ইলেকট্রিশিয়ান কোথায়?
(ইলেকট্রিশিয়ানের প্রবেশ।)
ইলেকট্রিশিয়ানঃ জ্বি স্যার, আমাকে ডেকেছেন?

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

প্রধান টর্চারম্যানঃ তোর ইলেকট্রিক সরঞ্জামগুলো তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়।

(ইলেকট্রিশিয়ান একটু বাইরে গিয়ে পুনরায় ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি নিয়ে হাজির হয়। দেয়ালের সুইচ বোর্ডে প্লাগ লাগায়। অতঃপর একটি মাল্টিপ্লাকের উপর অনেকগুলো প্লাগ লাগানো হয়। প্রত্যেক প্ল্যাগের সাথে একটি করে লম্বা তার আর তারের মাথায় লম্বা লোহার পিন। এরপর প্রত্যেক বন্দীর কাছ থেকে একজন করে টর্চারম্যান ইলেকট্রিশিয়ানের কাছে গিয়ে একটি করে তারসমেত লোহার পিন নিয়ে যায়।)

গাযীঃ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

প্রধান টর্চারম্যানঃ তোরা কি জানিস, এখন তোদেরকে কি শাস্তি দেয়া হবে? এখনো সময় আছে, নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার করে নে।

শহীদঃ হ্যাঁ, আমি নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি।

প্রধান টর্চারম্যানঃ (উৎফুল্ল কণ্ঠে) যাক, একজনের স্বীকারোক্তি এখন পাওয়া যাবে। (পকেট থেকে টেপরেকর্ডার বের করে) এটা তাড়াতাড়ি ওর কাছে নে।

শহীদঃ আমাদের এছাড়া আর কোন অপরাধ নেই যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকেই রব হিসেবে মানি। وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ মোটকথা, আল্লাহ্র জমিনে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব চাওয়া এবং আল্লাহ্র বান্দাদের উপর আল্লাহ্দ্রোহী তাগুতের শাসনকে মেনে নিতে না পারাই আমাদের একমাত্র অপরাধ।

প্রধান টর্চারম্যানঃ টর্চারম্যানেরা এখনো বসে আছিস কেন? এক্ষুণি বেয়াদবগুলোর লজ্জাস্থানে ইলেকট্রিক শক দেয়া শুরু কর।

(টিভি বা মঞ্চের সামনে পর্দা পড়বে। বন্দীদের আর্তচিৎকার ও আহাজারির শব্দ শোনা যাবে।)

<u>২য় দৃশ্য (খ)</u>

(আদালতে জনৈক টর্চারম্যানের প্রবেশ)

টর্চারম্যানঃ বিচারপতি সাহেব, বন্দীদের উপর যে টর্চার করা হচ্ছে, তার চেয়ে ফাঁসিতে ঝোলাও তো আরামদায়ক। অভিযোগ যদি মিথ্যাও হয়ে থাকে, তবুও তো ওদের দোষ স্বীকার করে নেয়া উচিত, তাই না স্যার?

বিচারপতিঃ ওদের জেদ আর তেজের মাত্রা কতখানি, আমরা দেখে নেব। যাও, পুরো মাত্রায় কাজ চালিয়ে যাও, টর্চারের যেন কোন ঘাটতি না হয়।

টর্চারম্যানঃ ঠিক আছে স্যার। আপনাদের আজ্ঞা পালন করাই তো এই অধমের কর্তব্য। (প্রস্থান)

<u>৩য় দৃশ্য(ক)</u>

(আদালতে জনৈক টর্চারম্যানের প্রবেশ)

টর্চারম্যানঃ স্যার, মাত্রাতিরিক্ত টর্চারের ফলে ১৪ জন বন্দীর মধ্যে ইতিমধ্যে ৪ জনেরই ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। তবুও কারো মধ্যে কোনপ্রকার ভয়ভীতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

বিচারপতিঃ মৃত্যুর স্বাদ ওদের সকলকেই নিতে হবে, হয় টর্চারে, না হয় ফাঁসিতে। (টর্চারম্যানের প্রস্থান)

(বিচারপতি টেলিফোন উঠালেন)

বিচারপতিঃ হ্যালো, হাসান আল-আলফি সাহেব, আমরা একটা মহা সমস্যায় পড়ে গেছি।

আলফিঃ কেন, কি হয়েছে?

বিচারপতিঃ টর্চার সেলে চারজন বন্দীর মৃত্যু ঘটেছে।

আলফিঃ তো কি হয়েছে? লাশ গুম করে ফেলুন।

বিচারপতিঃ লাশ গুম করা যায়, কিন্তু খবর গুম করা যায় না। সত্য ঘটনাকে চাপা দিয়ে রাখা অসম্ভব ব্যাপার। আর এ অবস্থায় তাদের লাশ আত্মীয়-স্বজনের কাছে হস্তান্তর করাও নিরাপদ নয়, কেননা গায়ে নির্যাতনের আলামত দেখলে সকল গোমর ফাঁস হয়ে যাবে। অতএব সরকারী ব্যবস্থায়ই ওদের দাফন-কাফন সম্পন্ন হওয়া দরকার।

আলফিঃ আপনারা নির্যাতনের দাগ কেন বসাতে গেলেন? আমরা কিন্তু এমন ভুল করি না। আমরা প্রাণনাশ করি গলা টিপে, কিল-ঘুষি বা লাথি দিয়ে, কিংবা আছাড় মেরে, যাতে সাধারণ মানুষের চোখে ধরা না পড়ে। মনে রাখবেন, অপরাধের কোন documents রাখতে নেই।

বিচারপতিঃ আমাদের লোকেরা তো সেভাবেই চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু তাতে যদি না মরে, তখন দাগ বসানো ছাড়া আর কিই বা করার থাকে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, জনগণের সন্দেহ কিভাবে দূর করা যায়?

আলফিঃ ঠিক আছে, আমি একটা প্রেসনোট দিয়ে দেই, বন্দীদের তিনজন অসুস্থ হয়ে অক্কা পেয়েছে, আর অপরজন আত্মহত্যা করেছে।

বিচারপতিঃ ঘটে যাহা তাহা সব সত্য নয়, সেই সত্য যাহা রচিবে তুমি।

আলফিঃ কিন্তু আমার প্রেসনোটকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যও তো একটা সার্টিফিকেট দরকার।

বিচারপতিঃ আপনি কি তাহলে লাশগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিতে বলছেন? কেঁচো খুড়তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আবার সাপ বেরিয়ে আসবে না তো? আদম সন্তানদেরকে যাবতীয় ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সেসবের মধ্যে কোন না কোন উপকারিতা বাতলে দেয়।

আলফিঃ আপনি কেন অযথা জুজুর ভয় করছেন? ডাক্তারদের আমরা টেলিফোনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকি। আমাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেয়ার সাহস কোন ডাক্তারেরই হবে না। তাদের জানের মায়া নেই বুঝি? আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য রউফ খাইরাতের সাথে যোগাযোগ করে দেখুন।

(স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টেলিফোন রেখে দিলেন এবং বিচারপতি টেলিফোন ঘুরালেন)

বিচারপতিঃ হ্যালো, জেনারেল রউফ খাইরাত সাহেব, আপনি কি আমাদের একটা problem solve করে দিতে পারেন?

খাইরাতঃ বলুন, কি সমস্যা?

বিচারপতিঃ চারজনের লাশ হাসপাতালে পাঠানো হবে। কিন্তু আমার আশঙ্কা, সরকারের বেতনভোগী ডাক্তার আবার সরকারের সাথে গাদ্দারী করে না বসে।
খাইরাতঃ ঠিক আছে, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি আমার বিশ্বস্ত গোয়েন্দা শামিরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ডাক্তারের পলিসি পর্যবেক্ষণের জন্য।
(উভয়ে টেলিফোন রেখে দিলেন।)
খাইরাতঃ শামির!
(শামিরের প্রবেশ)
শামিরঃ হুকুম করুন জাঁহাপনা।
খাইরাতঃ তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।
শামিরঃ কেন স্যার, আমি কি রোগী নাকি?
খাইরাতঃ না, তোমাকে একটি কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হবে। তুমি হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের উপর নজরদারি করবে।
শামিরঃ ঠিক আছে স্যার, গোলাম এই মুহূর্তে হুকুম তামিল করছে।
খাইরাতঃ এত তাড়াহুড়া করছ কেন? যা করতে হবে ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে। তুমি যদি এই ইহুদী চেহারা-সুরত নিয়ে যাও, তাহলে যে কেউ চিনতে পারবে তুমি সরকারের গোয়েন্দা। অতএব তোমাকে ছদ্মবেশ পার্লারে গিয়ে ইসলামপন্থী সেজে আসতে হবে।
শামিরঃ please, আমাকে ওখানে যেতে বলবেন না; ঐ স্থানের কথা শুনলেই ভয়ে আমার সারা-গা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মুজাহিদরা বোমা হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকটি ছদ্মবেশ পার্লার ধ্বংস করে দিয়েছে।
খাইরাতঃ আমরা ছদ্মবেশ পার্লারের সাইনবোর্ডে লিখে রাখি বিউটি পার্লার, আর মদের দোকানের সাইনবোর্ডে লিখে রাখি পর্যটন কেন্দ্র। ইসলামী জঙ্গীরা যখন ছদ্মবেশ পার্লারে হামলা করে, তখন আমরা প্রচার করি বিউটি পার্লারের উপর হামলা হয়েছে। আবার ওরা যখন মদের দোকানে হামলা করে, তখন আমরা প্রচার করি পর্যটন কেন্দ্রে হামলা হয়েছে। মিথ্যাই হচ্ছে আমাদের পায়ের তলার মাটি। কিন্তু আশার কথা এই যে, ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া আমাদের ফেভারে। অতএব আশা করা যায়, মিথ্যার উপর ভিত্তি করেই আমরা টিকে থাকতে পারব। যাই হোক, তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই, সরকারীভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
(গোয়েন্দা শামির ছদ্মবেশ পার্লারে গেল। পাঞ্জাবী-পায়জামা ও টুপি পরিধান করল। দাড়িও লাগানো হল। মুখমণ্ডলে মেকাপ লাগানো হলো। এবার দেখে মনে হয় যেন একেবারে খাঁটি ইসলামী হুকুমতপন্থী।)

৩য় দৃশ্য (খ)

(হাসপাতালে পাশাপাশি চারটি বেডে চারজনের দেহ শায়িত। ৪র্থ জনের বুকের উপর মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ডাক্তার পরীক্ষা করছেন। শামিরের প্রবেশ।)
শামিরঃ আসসালামু আলাইকুম।
ডাক্তারঃ ওয়ালাইকুমুসসালাম। আসন গ্রহণ করুন।
(শামির এসে ডাক্তারের পাশে বসল।)
শামিরঃ আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারছেন না। আপনি এখন যাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, আমি তারই এক আত্মীয়।
ডাক্তারঃ হাসপাতালের গেটে কড়া পুলিশ প্রহরা। পুলিশ কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। আপনাকে এখানে আসতে গিয়ে নিশ্চয়ই অনেক বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়েছে, অনুনয়-বিনয় করতে হয়েছে।)
(শামির খানিকটা চোরের মত থতমত খেল।)
শামিরঃ (কাঁদো কাঁদো অবস্থায়) মানুষ এত নিষ্ঠুর, এত নির্মম! মানুষ মানুষকে এভাবে টর্চার করে হত্যা করে।
ডাক্তারঃ ওরা যতই জুলুম-অত্যাচার করুক না কেন, শহীদদের রক্ত বৃথা যাবে না। ইসলামী আন্দোলনকে ওরা দমন করতে পারবে না।
শামিরঃ আমাদের কি এভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা উচিত? আমাদের উচিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো।
ডাক্তারঃ যে যে পেশায় কাজ করে, সে সেই পেশায় থেকেই তার জিহাদী দায়িত্ব পালন করতে পারে। আমি এখন শহীদদের দেহ পরীক্ষা করে দেখলাম, টর্চারলাইটের রিঅ্যাকশনে তাদের শরীরের অনেকগুলো সেল নষ্ট হয়ে গেছে। টর্চার লাইটের পাওয়ার ছিল এক হাজার হর্স পাওয়ার। আর এ পরিমাণ টর্চারে খুব কম লোকই বেঁচে থাকতে পারে। এছাড়া এদের শরীরে নির্যাতনের দাগ রয়েছে। শহীদদের একজনের নামে বলা হয়েছে, সে নাকি আত্মহত্যা করেছে। সে যদি আত্মহত্যাই করে থাকে, তাহলে তো সে শহীদের মর্যাদা পেত না, আর তার শরীর থেকে এত সুন্দর ঘ্রাণও আসত না।
শামিরঃ এমতাবস্থায় আপনি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?
ডাক্তারঃ আমি এ ব্যাপারে রিপোর্ট তৈরি করব এবং তিন দিনের মধ্যেই তা জনগণের সামনে পেশ করব। দুশমনের মুখোশ উন্মোচন করে দিতে চাই। ফেরাউনের বর্বরতার বিরুদ্ধে অসন্তোষের আগুন ছড়িয়ে দিতে হবে। আমি জানি, আজ যদি আমি সরকারের পক্ষে রিপোর্ট দেই, তাহলে আমার পদোন্নতি হবে, বেতন বাড়বে, সুযোগ-সুবিধা বাড়বে, এমনকি চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল প্রাইজও হয়তো জুটে যেতে পারে। আর যদি আমি রিপোর্টে সত্য কথা প্রকাশ করি, তাহলে গলার সামনে ফাঁসির দড়ি। তখন আমি হয়ে যাব সন্ত্রাসবাদী, রাষ্ট্রদ্রোহী- ইসলামী মুজাহিদদের সাথে যোগাযোগ রাখার অভিযোগ আনা হবে আমার বিরুদ্ধে। সত্য সাক্ষ্য দিতে গেলে আমিও ফেরাউনের যাদুকরদের মত সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত হব। (গোয়েন্দা শামিরের প্রস্থান)

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

৩য় দৃশ্য(গ)

(শামির রউফ খাইরাতের কাছে হাজির হলো।)

শামিরঃ ডাক্তার আবদুল মজিদ খান সাহেবের কথাবার্তা খুব একটা সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না। তাকে যদি সময় দেয়া হয়, তাহলে সবকিছু ফাঁস করে দেবে। অতএব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, একে দুনিয়া থেকে বিদায় করা জরুরী।

খাইরাতঃ হুঁম্......। (টেলিফোন উঠিয়ে) হ্যালো, মিস্টার ডেভিড, ডাক্তার আবদুল মজিদ খান সাহেব নিমকহারামীর চক্রান্ত করছে। তার ব্যাপারে এই মুহূর্তে একটা কিছু করা দরকার।

ডেভিডঃ ঠিক আছে খাইরাত সাহেব, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি আমার ব্যাটালিয়নের সবচেয়ে সেরা দেখে ১০/১২ জন কমান্ডোকে বাছাই করে পাঠিয়ে দেব। তারা পাঞ্জাবী-টুপি পরে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার শ্লোগান দিয়ে মজিদ সাহেবের কক্ষে অ্যাটাক করবে। মানুষ মনে করবে তারা মুজাহিদ। আর আমরাও প্রচার করে দেব, ইসলামী চরমপন্থীরা ডাক্তার সাহেবকে কতল করেছে।

খাইরাতঃ আপনার বুদ্ধির তারিফ যে কিভাবে করব ভেবে পাচ্ছি না। এত বুদ্ধি মাথায় নিয়ে ঘুমান কিভাবে?

ডেভিডঃ (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) ঘুম! সেকথা আর বলবেন না। সে তো মৌলবাদীরা অনেক আগেই হারাম করে দিয়েছে। ব্রাশ ফায়ারে ডাক্তার সাহেবের বক্ষ উন্মোচন করে দেয়া হবে।

৩য় দৃশ্য(ঘ)

(১০/১২ জন কমান্ডো তাকবীর ধ্বনি সহকারে ফাঁকা গুলী ছুড়তে ছুড়তে দৌড়াতে দৌড়াতে হাসপাতালে প্রবেশ করল। মজিদ সাহেবের কক্ষের দিকে শুরু হলো এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ। ডাক্তার সাহেব লুটিয়ে পড়লেন মেঝেতে।)

ডাক্তারঃ لا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

(বন্দুকধারীরা বের হয়ে এলো। হাসপাতালের সামনে পার্ক করা দুইটি মোটর সাইকেল তারা দুইজন এবং বাকিরা একটি বেবীটেক্সি নিয়ে দ্রুতগতিতে চালাতে লাগল। একটি মোটর সাইকেল বেবীটেক্সিকে ওভারটেক করতে গিয়ে রাস্তার ডানপাশের মরুভূমিতে গিয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ জনতা ছুটে এসে দুষ্কৃতকারীকে ঝাপটে ধরে। শুরু হয় গণপিটুনি। এক ব্যক্তি এক টানে সৈন্যটির দাড়ি খুলে ফেলল।)

ব্যক্তিঃ নকল দাড়ি লাগিয়ে ইসলামপন্থী সেজে সন্ত্রাসী কাজকারবার করছেন, আর মুজাহিদদের উপর দোষ চাপানো হচ্ছে? হারামজাদা, আজ আর তোকে আমরা ছাড়ছি না।

(জনৈক মুজাহিদ নেতার আগমন।)

মুজাহিদ নেতাঃ তোমরা থাম; বিনা বিচারে শাস্তি দেয়া ইসলামসম্মত নয়।

(গণপিটুনি বন্ধ হলো।)

মুজাহিদ নেতাঃ একটি টেপরেকর্ডার নিয়ে আসা হোক।

(একজন লোক টেপরেকর্ডার নিয়ে এল।)

মুজাহিদ নেতাঃ যদি তুমি সত্য কথা না বল, তাহলে তোমাকে নীল দরিয়ায় নিক্ষেপ করা হবে। তখন তোমার পরিণতি হবে ফেরাউনের মত। আর যদি সত্য কথা বল, তাহলে তোমার ডান হাত কেটে দেয়ার বিনিময়ে তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। দুইটা ক্ষতির মধ্যে কম ক্ষতিকে বেছে নেয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। আশাকরি, তুমি এক্ষেত্রে বুদ্ধিমানেরই পরিচয় দেবে।

কমান্ডোঃ আমি জেনারেল ডেভিডের সৈনিক। তার হুকুমেই আমরা ডাক্তার মজিদ সাহেবকে কতল করেছি। এছাড়া বিভিন্ন সময় আমরা মুজাহিদদের ছদ্মবেশে বিদেশী পর্যটকদের উপরও হামলা করে থাকি।

মুজাহিদ নেতাঃ তোমাদের এসব কাজের উদ্দেশ্যটা কি?

কমান্ডোঃ ভবিষ্যতে যদি কখনো দরকার হয়, তখন যাতে বিদেশী শক্তিরা তাদের নাগরিকদের রক্ষার নামে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে, সে ব্যবস্থা করাটাই আমাদের নীল নকশা।

মুজাহিদ নেতাঃ তুমি যে সমস্ত জঘন্যতম অপরাধ করেছ, সে কারণে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও তোমার উপর এহসান করা হয়। কিন্তু ওয়াদা খেলাপ করা যেহেতু ইসলামে নেই, সে কারণে তোমাকে হাত কাটার পরই ছেড়ে দেয়া হবে। ইনজেকশন নিয়ে আসা হোক।

(১ম ডাক্তার ইনজেকশন এনে কমান্ডোর ডান হাতে দিল।)

ব্যক্তিঃ (ক্ষোভের সাথে) যেখানে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত, সেখানে হাত কাটার ব্যাপারেও শিথিলতা? ইনজেকশন দিয়ে অবশ করে নেয়া হচ্ছে, যাতে সে কোন ব্যথা না পায়?

মুজাহিদ নেতাঃ এবার হাত কর্তন করা হোক।

(২য় ডাক্তার ছুরি নিয়ে এসে হাত কেটে দিল।)

মুজাহিদ নেতাঃ এবার ব্যান্ডেজ করা হোক।

(৩য় ডাক্তার এসে ব্যান্ডেজ করে দিল।)

ব্যক্তিঃ (ক্ষোভের সাথে) আবার ব্যান্ডেজও করা হচ্ছে? (কমান্ডোর প্রস্থান)

মুজাহিদ নেতাঃ অপরাধীর জবানবন্দীর অনেকগুলো অডিও ক্যাসেট বের করা হোক, এবং তা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে দেয়া হোক।

(এদিকে অপর মোটর সাইকেলটি স্পীড ব্রেকারের উপর চলতে গিয়ে সিটকে পড়লো রাস্তার বাম পাশের মরুভূমিতে। শুরু হলো গণপিটুনি। একদল পুলিশ এসে কমান্ডোকে থানায় নিয়ে গেল। ওসি সাহেবের টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন উঠাতেই ওপাশ থেকে ভেসে আসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান আল আলফির কণ্ঠস্বর।)

আলফিঃ ওসি সাহেব, ওকে ছেড়ে দাও। ও সম্পূর্ণ নির্দোষ।

ওসিঃ ঠিক আছে স্যার, আপনার আদেশ আমাদের শিরোধার্য। আপনারা হলেন আমাদের মা-বাপ, আমরা হলাম কুত্তার বাচ্চা।

৩য় দৃশ্য(ঙ)

(হাতকাটা কমান্ডো ডেভিডের দফতরে হাজির হল।)

ডেভিডঃ কি, তোর এ অবস্থা কেন?

কমান্ডোঃ মৌলবাদীরা আমার হাত কেটে দিয়েছে স্যার।

ডেভিডঃ কেবল তোর হাতটা কেটে দিয়েই ছেড়ে দিল কেন? মাথাটাও তো নিতে পারত।

কমান্ডোঃ ফেদিয়ার বিনিময়ে, স্যার।

ডেভিডঃ তোর মাসিক বেতন মাত্র বিশ দিরহাম। ফেদিয়ার টাকা তুই পেলি কোথায়? এছাড়া ওরা যদি তোর কাছে কিছু পেয়ে থাকে, সেটা তো গনীমত। সেজন্য তোকে এত সহজে ছেড়ে দেবে কেন? সত্যি করে বল, তুই মুক্তি পেয়েছিস কিসের বিনিময়ে?

কমান্ডোঃ (ভীত কণ্ঠে) সত্য প্রকাশের বিনিময়ে, স্যার।

ডেভিডঃ পাদ্দার, নিমকহারাম। সরকারের টাকায় চাকরি করে, আর নিজের জান বাঁচানোর জন্য সরকারের সাথে বেঈমানী করে। তোর এ নজীরবিহীন সুইসাইড পোলের জন্য তোকে পুরস্কৃত করা উচিত। তোর মত অথর্ব লোকের এক মুহূর্ত জীবিত থাকার অধিকার নেই।

(ডেভিডের চেহারা লাল হয়ে ওঠে। পকেট থেকে পিস্তল বের করে। অতঃপর কমান্ডোর দিকে গুলী নিক্ষেপ করে। কমান্ডো তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।)

কমান্ডোঃ ওহ, মাই গড! আমি সারাটা জীবন যাদের খেদমত করে গেলাম, তারাই আজ আমাকে...। আমি ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলার মত ব্যবহৃত হলাম। সরকারকে খুশী করতে গিয়ে কত নিরীহ মানুষের খুন ঝরালাম, কত মানুষের সর্বস্ব লুণ্ঠন করলাম। কিন্তু দুনিয়াতেও কিছু পেলাম না, আর পরকালটাও বরবাদ করলাম। আহা! আমি যদি জীবনটা দানবের সেবায় না লাগিয়ে মানবের সেবায় লাগাতাম। আমি যদি শয়তানের আরাধনা না করে ঈশ্বরের তাবেদার হতাম! ওহ, আর একটা বার যদি জীবনটা ফিরে পেতাম!

ডেভিডঃ লোকে জানবে, ইসলামী মৌলবাদীরা তোকে কতল করেছে।

কমান্ডোঃ তোমরা সবাই শুনে রাখ, আমাকে কোন ইসলামী মৌলবাদী হত্যা করেনি। আমাকে কতল করেছে আমারই ওস্তাদ।

(ডেভিড পুনরায় গুলী নিক্ষেপ করে। নিস্তেজ হয়ে যায় কমান্ডোর দেহ।)

৪র্থ দৃশ্য(ক)

(স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক রুদ্ধদ্বার সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন)

আলফিঃ মৌলবাদীদের পাশবিকতা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ইসলামী উগ্রবাদীদের উন্মত্ত জিঘাংসা একজন সম্মানিত ডাক্তারকেও রেহাই দেয়নি। ইসলামপন্থী মোল্লারা নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার শ্লোগান দিয়ে ব্রাশ ফায়ারে নৃশংসভাবে ডাক্তার আবদুল মজিদ খানকে হত্যা করেছে। ডাক্তার সাহেবের অপরাধ ছিল একটাই, তিনি সরকারের অধীনে চাকরি করতেন। এ সরকারের আমলে মানুষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি হলে সরকারের সুনাম হবে-- এ কারণেই ঈর্ষাবশতঃ মৌলবাদীরা এ ধরনের হঠকারিতার আশ্রয় নিয়েছে। জেলখানায় ৪ জন বন্দীর মৃত্যু হওয়ায় আমরা তার নিরপেক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য লাশগুলোকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেই। অথচ মৌলবাদীরা এটাকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করতে চেয়েছিল। লাশ পরীক্ষার পর বোঝা যেত, ইসলামপন্থীদের অভিযোগ মিথ্যা। মৌলবাদীরা হুমকি দিয়েও ডাক্তার সাহেবকে বশ করতে পারেনি। এ কারণেই তারা এমন একটি বর্বর কাজ করেছে।

সাংবাদিক(১)ঃ (দাঁড়িয়ে) মুজাহিদরাই যদি এ হামলা করে থাকে, তাহলে পুলিশ কেন মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল? একজন সন্ত্রাসী জনতার হাতে ধরা পড়লে তারা এক টানে তার দাড়িগুচ্ছ উপড়ে ফেলে। আপনারা নিজেদের সেপাইদের নকল দাড়ি লাগিয়ে ইসলামপন্থী সাজিয়ে যতসব হত্যা ও সন্ত্রাস করাচ্ছেন, আর ইসলামপন্থীদের উপর দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন। অপর একজন সরকারী সৈন্য জনতার হাতে ধরা পড়লে পুলিশ তাকে মুক্ত করে নিয়ে ছেড়ে দেয়।

আলফিঃ পুলিশ যাকে গ্রেফতার করেছিল, সে কোন সরকারী সেপাই নয়। সে একজন ইসলামী হুকুমতপন্থী। সে পুলিশী হেফাজত থেকে পালিয়ে যায়।

সাংবাদিক(১)ঃ সেলুকাস, কী বিচিত্র এ দেশ! আপনারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে আটকে রাখতে পারেন, আর এতজন পুলিশ মিলে একটা লোককে ধরে রাখতে পারলেন না?

আলফিঃ পাদ্দার! আমি জানতাম তুমি একজন বিশ্বস্ত সাংবাদিক। আমরা তোমাদের মত কয়েকজন অনুগত সাংবাদিক নিয়ে রুদ্ধদ্বার সম্মেলন করে থাকি। তুমি এতদিন সরকারের পক্ষে অনেক রিপোর্টিং আর লেখালেখি করেছ। আজ হঠাৎ করে এমন পাদ্দারী!

সাংবাদিক(১)ঃ হ্যাঁ, এতদিন আমি তাই করতাম। কিন্তু আজ আমি তওবা করেছি। ফেরাউনের আমলে জাদুকররা মুসা (আঃ)-এর মোজেযার কাছে পরাজিত হয়ে দ্বীন ইসলাম কবুল করেছিলেন। আমি লেখালেখি আর রিপোর্টিং করেও আপনাদের একদলীয় শাসনকে বৈধ বলে প্রমাণিত করতে পারিনি, পারিনি ইসলামী আন্দোলনের অসারতাকে প্রমাণ করতে। আমি সেই জাদুকরদের মত শহীদ হতে প্রস্তুত।

আলফিঃ তাহলে তোমার এতদিনের রিপোর্টিং আর লেখালেখি সবই কি ছিল পাতানো খেলা?

সাংবাদিক(১)ঃ ফেরাউনও তার জাদুকরদের বিরুদ্ধে পাতানো খেলার অভিযোগ করেছিল।

আলফিঃ তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হয়, ইসলামী জঙ্গীবাদীদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ রয়েছে এবং তুমি সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আর এ ধরনের অপরাধের সর্বনিম্ন শাস্তি ২৫ বছর কারাদণ্ড, আর সর্বোচ্চ পাওনা সাজায়ে মউত।

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

সাংবাদিক(১)ঃ আপনারাও তো কোন না কোন সরকারকে উৎখাত করেই ক্ষমতায় এসেছেন। দুনিয়ার সব দেশেই এক সরকার যায়, এক সরকার আসে। এক সরকারকে উৎখাত করেই আরেক সরকার ক্ষমতায় আসে। সুতরাং শুধুমাত্র সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অপরাধে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার কোন যুক্তি নেই।
আলফিঃ তুমি কি এ হাদীসটা জান না যে, বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করলে তাকে কতল করে ফেল?
সাংবাদিক(১)ঃ আপনারা কোন মুখে নিজেদের বৈধ সরকার বলে দাবি করেন? আল্লাহর বিধানে তো দুরের কথা, মানবরচিত সেকুলার গণতন্ত্রের বিচারেও আপনাদের সরকারকে বৈধ বলে রায় দেয়ার কোন উপায় নেই।
আলফিঃ নিয়ে যাও একে আমার চোখের সামনে থেকে।
(কয়েকজন পুলিশ এসে সাংবাদিককে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে গেল।)
আলফিঃ এতক্ষণ ঐ সাংবাদিককে কেন্দ্র করে যেসব ঘটনা ও কথোপকথন সংঘটিত হয়েছে, তা প্রকাশের ব্যাপারে কঠোর সেন্সরশীপ আরোপ করছি। এ নিষেধাজ্ঞা লংঘন করা হলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪র্থ দৃশ্য (খ)

(জেলখানার গেটে এক সাংবাদিকের আগমন)
সাংবাদিক(২)ঃ আমি বন্দীদের সাথে একটু সাক্ষাৎ করতে এসেছি।
জেলারঃ বাইরের লোক এসে বন্দীদের উস্কানী দেবে, এটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।
সাংবাদিক(২)ঃ ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি, আমি কারো সাথে কোন কথা বলব না। আমি কেবল বন্দীদের উপর এক নজর চোখ বুলিয়েই চলে আসব।
জেলারঃ arrest him
(পুলিশ এসে সাংবাদিককে ধরে নিয়ে গেল)

৪র্থ দৃশ্য(গ)

(রাস্তায় সাংবাদিকদের মিছিলের দৃশ্য। মিছিলের সামনে ব্যানারে লেখাঃ পুলিশী হেফাজতে দুইজন সাংবাদিকের মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল)

৫ম দৃশ্য

(কারাগারে বন্দীরা হাতে কুরআন শরীফ নিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে।)
বন্দীগণঃ নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আল-কুরআনের শাসন চাই। ফেরাউনের পতন চাই।
(এক পর্যায়ে সবাই সম্মিলিত কণ্ঠে গান গাইতে শুরু করল।)
বন্দীগণঃ ''কারার ওই লৌহ কপাট..... পাষাণবেদী।''
''লাথি মার ভাঙরে তালা....ফেল উপারি।''
''শিকল পরা ছল্.....করব রে বিকল।''
''ছিড়ে ফেল ফাঁসির দড়ি, কেটে ফেল ফাঁসির দড়ি।
ভেঙে ফেল এ সরকারের আছে যত কোটকাচারী।''
''জাগো জাগো মিশরবাসী জাগো--
মিশর দেশের বীর জনতা জাগো।
ফেরাউনের রুদ্র স্বৈরাচার,
টিকতে পারবে না বেশিদিন আর॥''
'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা'
''কিসের টর্চার কিসের ফাঁসিরে---
কিছুই ডরাই না তো মোরা, ভয় পাই না রে।''
(নিরাপত্তা রক্ষীরা বন্দীদের ধরে নিয়ে এল আদালতে।)
জনৈক রক্ষীঃ স্যার, এরা জেলখানায় বসে নানারকম উস্কানীমুলক গান গেয়ে বন্দীদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চাচ্ছে। বিশ্বাস না হলে এই টেপ রেকর্ডারটি বাজিয়ে শুনুন।
(বিচারপতি রেকর্ডার বাজিয়ে গানগুলো শুনলেন)
বিচারপতিঃ গানগুলোর অর্থ হতে একথা অত্যন্ত পরিস্কার হয়ে যায় যে, তোমরা শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করছ এবং আদালত অবমাননার মত গর্হিত কাজেও লিপ্ত হয়েছ। যাও, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। (বন্দীদের নিয়ে রক্ষীদের প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য

(জেলখানায় বন্দীরা আলাপ করছে।)
শহীদঃ শাহাদাত নামের অমুল্য সম্পদটি আজ একেবারে হাতের মুঠোয় এসে ধরা দিতে যাচ্ছে; হা-হা-হা....।
পাযীঃ শাহাদাত শব্দটাই লোভনীয়।
মুজাহিদঃ (দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে) পাগল মন, মন রে-- মন কেন শাহাদাত শাহাদাত করে।
বন্দীগণঃ

''মৃত্যু নামের ঘোড়ায় চড়ে
যাচ্ছি মোরা কোন্ সে দুরে,
সেথায় আছে খোদার দীদার
আর তো কত কি।
আল্লাহ পাকের ফেরেশতারা
হইয়া আছে ধৈর্য্যহারা--
কাওছারের পেয়ালা হাতে
করছে তারা কি।''

"আমি যেতে চাই, আল্লাহ-রাসুলের কাছে।
আমি যেতে চাই, নবী-সিদ্দীক আর;
সকল শহীদের কাছে।
আমি যেতে চাই আল্লাহর ওলীদের কাছে।"

৭ম দৃশ্য

(আদালতে বিচারপতি গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট। তিন জেনারেল সহ বেশ কয়েকজন নিরাপত্তা রক্ষী উপস্থিত। হাতে-পায়ে বেড়ি বাঁধা অবস্থায় বন্দী ১০ ব্যক্তিকে কাঠগড়ায় হাজির করা হলো।)

বিচারপতিঃ দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা সরকারের প্রধান কর্তব্য। আর এজন্য দরকার ইসলামী মৌলবাদের ক্যান্সার ও বিষফোঁড়া সমূলে বিনষ্ট করা। আমাদের সংগ্রাম ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। বরং আমাদের পদক্ষেপ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে। যারা ধর্মের নামে সন্ত্রাস করছে, তারা মুলতঃ ধর্মেরই অবমাননা করছে। ওদের সন্ত্রাসী হামলায় যারা নিহত হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেক মুসলমানও রয়েছে। অতএব, জাতি-ধর্ম ও স্বদেশী-বিদেশী নির্বিশেষে সকল মানুষের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এসব চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করা আজ জরুরী হয়ে পড়েছে। কাজেই হত্যা, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র রাখা, সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, ধর্মের নামে রাজনীতি, শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করা, আদালত অবমাননা, উস্কানীমূলক কার্যকলাপ, পর্যটন শিল্পের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি অপরাধের কারণে আদালতের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত ১০ ব্যক্তিকে আমি ফাঁসির আদেশ প্রদান করছি।

শহীদঃ আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর পথে কোরবানী হওয়া-- এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে?

বিচারপতিঃ তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, সামরিক আদালতে কোনপ্রকার আপীলের সুযোগ নেই। তবে তোমাদের একেবারে নিরাশ হওয়ারও কারণ নেই। তোমরা মাননীয় প্রেসিডেন্টের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতে পার। প্রত্যেকের হাতে একটি করে কাগজ-কলম দেয়া হোক।

(জনৈক কারা কর্মকর্তা বন্দীদের মাঝে কাগজ-কলম বিতরণ শুরু করল। এক পর্যায়ে সে একটি কাগজ শহীদের দিকে বাড়িয়ে দিল। শহীদ কাগজটি হাত দিয়ে মুড়িয়ে নিচে ফেলে দিল।)

বিচারপতিঃ (চোখরাঙা করে) তার মানে তুই প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে অনিচ্ছুক!

শহীদঃ ইয়াযিদের করুণা আমার দরকার নেই।

বিচারপতিঃ (ধমকের সুরে) দেখ্ শহীদ, কোন প্রকার বেলালী জেদ এখানে কোন কাজে আসবে না। কোন আবুবকর তোকে এখান থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তোর ভালোর জন্যই বলছি, ইমাম হোসেনের মত হঠকারিতা বাদ দে।

পাযীঃ ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর পদক্ষেপকে যে হঠকারিতা বলে, তার মত ফাসেক দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই। প্রকৃতপক্ষে ইয়াযিদই ছিল হঠকারী। সে কারবালায় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছিল। হোসাইন (রাঃ) নিজের রক্তের বিনিময়ে ইয়াযিদের সিংহাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন।

মুজাহিদঃ আমি কারো কাছে প্রাণভিক্ষা চাই না; তবে আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ রাখতে পারি, তাহল-- আমাদের মামলাটা সামরিক আদালত থেকে কোন বেসামরিক আদালতে transfer করা হোক।

বিচারপতিঃ বেসামরিক আদালতের উপরেই যদি আমাদের আস্থা থাকত, তাহলে কি আর সামরিক আদালত গঠনের প্রয়োজন ছিল? বেসামরিক আদালতের বিচারপতিরা তো কোন কথাই শোনে না; সরকার কোন আদেশ দিলেই তারা শুধু বিব্রতবোধ করে। তাই তো ওসব অবাধ্য ও অপদার্থ বিচারকদের বাদ দিয়ে আমার মত অনুপত ও যোগ্য লোকদের দিয়ে সামরিক আদালত গঠন করা হয়েছে।

(বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন আবেদনপত্র জমা দিল। জনৈক কারা কর্মকর্তা সেগুলো নিয়ে প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারকের হাতে দিল। হোসনী মোবারক কাগজগুলো কয়েক সেকেণ্ড নেড়ে চেড়ে দেখলেন।)

প্রেসিডেন্টঃ আদালতে গিয়ে জানিয়ে দাও যে, সকলের আবেদন rejected. তবে বিচারপতিকে গোপনে বলবে যে, আমি বন্দীদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই আদালত সফরে আসছি।

৮ম দৃশ্য

(জনৈক বাদক ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা দিচ্ছে।)

বাদকঃ মিশরের মহামান্য প্রেসিডেন্ট জাতির গৌরব লৌহমানব হোসনী মোবারকের শুভ আগমন। তার পদভারে কম্পিত হবে এ আদালত প্রাঙ্গন। তার পায়ের ধুলায় ধন্য হবে আদালতের পবিত্র মাটি।

(হোসনী মোবারকের আদালতে প্রবেশ)

বিচারপতিঃ আসুন, আসুন স্যার। আপনি আপনার মুল্যবান সময় নষ্ট করে এখানে এসেছেন, কিভাবেই যে আপনাকে মোবারকবাদ জানাব ভেবেই পাচ্ছি না।

প্রেসিডেন্টঃ আমার ধারণা ছিল আসামীদের পক্ষ থেকে বেয়াদবির সম্মুখীন হব। এখন দেখছি আপনিই প্রথমে আমাকে নাম ধরে সম্বোধন করছেন। (বন্দীদের দিকে তাকিয়ে) এই ইঁদুরের বাচ্চার দল! তোরা বলত দেখি, তোদের জীবন এখন কার হাতে?

বন্দীগণঃ আল্লাহর হাতে।

প্রেসিডেন্টঃ ছি-ছি-ছি-ছি---, তোরা এত বড় আহাম্মক! জান বাঁচানোর এত বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া করলি? আমি চেয়েছিলাম তোদের experiment করতে। একটা মাত্র প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পেলেই তোদের প্রাণ ভিক্ষা দেয়ার কথা বিবেচনা করতে পারতাম। আমি হচ্ছি দয়ার সাগর, করুণার আধার! তোরা যদি আমার কাছেই প্রাণ ভিক্ষা পেতে না পারিস, তো কার কাছে পাবি?

মুজাহিদঃ কিন্তু আপনি এ পর্যন্ত কাউকে কোনদিন প্রাণভিক্ষা দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

গাযীঃ আপনার মনমত তথাকথিত সন্তোষজনক জবাব দিলেও আপনারা আমাদের রেহাই দিতেন না-- একথা আমরা জানি। সুতরাং মরার আগে খামাখা ঈমানটা নষ্ট হওয়া ছাড়া আর কিছুই হতো না।

শহীদঃ আহাম্মক আসলে তারাই, যারা দুনিয়ায় ক্ষমতার জন্য এত জুলুম-অত্যাচার করে, অথচ জাহান্নামের আগুনের কথা একটি বারও ভেবে দেখে না।

গাযীঃ আপনার কাছে ক্ষমা পেতে পারে শুধুমাত্র তারাই, যারা ইসরাইলের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে।

বিচারপতিঃ এরা দেখছি শুধু বিচারপতির সাথে বেয়াদবি করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, খোদ প্রেসিডেন্টের মুখের উপর কথা বলছে।

প্রেসিডেন্টঃ আমি দেখে নেব, তোদের সেই তথাকথিত আল্লাহ কিভাবে তোদের রক্ষা করে। আমি বুঝি না, তোদের খুঁটির জোর কোথায়? তোদের কি কোথাও যাওয়ার জায়গা আছে?

গাযীঃ কে বলেছে আমাদের যাওয়ার জায়গা নেই? আমরা এমন এক স্থানে যেতে পারি, যা আপনাদের সমস্ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সেখানে নিক্ষেপের মত ক্ষেপণাস্ত্র কিয়ামত পর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করতে পারবে না।

প্রেসিডেন্টঃ হতাশ হয়ে পাগলের মত প্রলাপ বকছ? তোরা যে এখন বন্দী, সেদিকে কি তোদের খেয়াল নেই? তোদের মদদদাতা দেশ দুটি কি কমাণ্ডো স্টাইলে তোদের ছিনিয়ে নিতে পারবে?

মুজাহিদঃ ইরানও নয়, সুদানও নয়, আল্লাহই আমাদের প্রেরণার উৎস।

বিচারপতিঃ ঠাকুর ঘরে কে রে আমি কলা খাই না।

গাযীঃ এদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে, যারা যালেমের কাছে নতি স্বীকার করার চেয়ে, ফেরাউনকে রব মানার চেয়ে, শহীদ হওয়াকে অধিক পছন্দ করে। অতএব আপনারা আমাদের ফাঁসি দিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখতে পারবেন না।

প্রেসিডেন্টঃ আমাকে জুজুর ভয় দেখাচ্ছ? আমার আর্মি আছে, ট্যাংক আছে, আর্টিলারী আছে। আমার আবার ভয় কিসের? ব্রাশ ফায়ারে মৌলবাদীদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেব।

মুজাহিদঃ নমরূদের তো ৪০ লক্ষ আর্টিলারী বাহিনী ছিল। সে তো টিকে থাকতে পারেনি। ইরানের শাহকে কিংবা আফগানিস্তানের নজিবুল্লাকে আমেরিকা, রাশিয়া, ইসরাইল সবাই মিলেও রক্ষা করতে পারেনি।

শহীদঃ ইসলামী আন্দোলন এক বিরাট বটবৃক্ষ। আপনারা এর কিছু ডালপালা কেটে ফেলতে পারেন; কিন্তু একে শিকড়সহ উপড়ে ফেলা আপনাদের পক্ষে কোনদিনও সম্ভব হবে না।

প্রেসিডেন্টঃ আশা করেছিলাম তোরা মহামান্য প্রেসিডেন্টের কাছে মাগফেরাত লাভে ধন্য হবি, আমার কাছে জীবন ভিক্ষা পেয়ে কৃতজ্ঞ থাকবি।

মুজাহিদঃ মাগফেরাত কেন আপনার কাছে চাইতে যাব? আমরা মাগফেরাত কামনা করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে, যিনি গাফুরুর রহীম। তবে আপনারা যে কারণে আমাদের অপরাধী মনে করেন, আমরা সে কারণে মোটেই অনুতপ্ত নই। আপনাদের কাছে আমাদের এছাড়া আর কি অপরাধ আছে যে আমরা আমাদের মহান রবের উপর ঈমান রাখি। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে মাগফেরাত চাই এজন্য যে, আমরা খোদাদ্রোহী শাসকদের উৎখাত করতে পারিনি। আল্লাহর দুশমনের কাছে জীবন ভিক্ষা পেলে আহলাদে আটখানা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি যদি নিজের খোদাদ্রোহী ভূমিকায় অটল থেকে আমার জীবন রক্ষাও করেন, তবুও আপনি আমার হাত থেকে রেহাই পাবেন না। পক্ষান্তরে যদি আপনি আমাকে হত্যা করার পরও তওবা করে আল্লাহর পথে চলে আসেন, তাহলে আমি আপনাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত।

প্রেসিডেন্টঃ আমি যে যেকোন মুহূর্তে তোমাদের হায়াত-মউতের ফয়সালা করে দিতে পারি, তা কি তোমরা অস্বীকার করতে পার?

শহীদঃ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا "তুমি তো শুধু এই দুনিয়ার জীবনেই যা করার করবে।"

প্রেসিডেন্টঃ তোদেরকে আমি এখনো শেষবারের মত একটা সুযোগ দিতে চাই। তোদের মধ্যে যে কেউ আমার কাছে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলবে, তাকেই আমি জীবন দান করব।

বন্দীগণঃ আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে
চোখের পানি ফেলব না,
আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে
জীবন ভিক্ষা চাইব না,
আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে
মাথা নত করব না।

প্রেসিডেন্টঃ তোরা এখনো আমার সামনে দেমাগ দেখাচ্ছিস! তোরা কি জানিস না যে, আমার একটা মাত্র অঙ্গুলি নির্দেশে তোদের গলা কাটা যেতে পারে?

বন্দীগণঃ বুকের ভিতর ঈমান নিয়ে
আসছি আমি জাগতে,
গলাকাটার হুমকি দিয়ে
পারবে না আর রুখতে,
জানি আমি কিভাবে হয়
পাপের সাথে লড়তে।

প্রেসিডেন্টঃ আমার হাজার হাজার সৈন্য আমার নির্দেশের অপেক্ষা করছে তোদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য-- সেদিকে একটু খেয়াল রাখিস।

বন্দীগণঃ তোমার সাথে থাকে যদি
হাজারো ইবলিস শয়তান,
আমার আছে এক আল্লাহ
সর্বশক্তিমান।

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

৯ম দৃশ্য

(জেলখানায় বন্দীরা হাত তুলে মোনাজাত করছে। তারা একান্ত আবেগের সাথে গজলের সুরে মোনাজাত করছে। চোখ দিয়ে তাদের অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।)

বন্দীগণঃ তোমার কাছে আল্লাহ আমার
একটা মোনাজাত।
আল্লাহ তুমি কবুল করো
আমার শাহাদাত॥
তোমার সাথে কবে আমার
হবে মোলাকাত॥
আমার বিনার উছিলায় হোক
দ্বীনের হেফাজত॥

১০ম দৃশ্য

(বন্দীদের হাত-পায়ে কড়া বাঁধা অবস্থায় রাস্তা দিয়ে পুলিশ তাদের নিয়ে যাচ্ছে। দুই পাশের মরুভুমি ও ফুটপাতে সমবেত জনতার সকলের মুখ মলিন। অনেকের পক্ষে অশ্রু ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না।)

শহীদঃ প্রিয় তৌহীদী জনতা! পশুশক্তি কোনদিন আদর্শ শক্তির উপর জয়ী হতে পারে না। ইয়াযিদদের পতন আসবেই। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামী বিপ্লব এবং সমগ্র পৃথিবীর বুকে উড়বে ইসলামের পতাকা।

(জনতা এক পর্যায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাদের একাংশ রাস্তায় নেমে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। তারা শ্লোগান দিতে থাকে।)

জনতাঃ নির্বিচারে ফাঁসি দেওয়া, চলবে না॥ রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। টর্চার বন্ধ কর। সামরিক আদালত বাতিল কর।

(পুলিশের গাড়ি জনতার উপর চালিয়ে দেয়। এবার জনতার সকল ধৈর্য্য ও সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তারা তেড়ে আসে পুলিশের দিকে এবং বন্দীদের মুক্ত করার চেষ্টা করে। পুলিশ শুরু করে নির্বিচার ব্রাশ ফায়ার। শত শত মানুষ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। রাজপথ ও মরুভুমির বালুকণা হয়ে যায় লালে লাল। আহতদের আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে। নেপথ্যে করুণ সুর বাজতে থাকবে। অতঃপর নিরাপত্তা বাহিনী এসে গুলীবিদ্ধদের নিহত ও জীবিত নির্বিশেষে সকলকে ট্রাকের মধ্যে ঢুকায়।)

জনৈক পুলিশ কর্মকর্তাঃ গুলীবিদ্ধ ব্যাঙগুলো কি সুন্দর আনন্দে লাফালাফি করছে!

(পুলিশ বন্দীদের নিয়ে আসে ফাঁসির সেলে যা একটি ক্ষুদ্র অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। বন্দীরা দু'হাত তুলে মোনাজাত করছে।)

বন্দীগণঃ ইয়া আল্লাহ, দুনিয়ার আদালতে তো জঘন্য জুলুম করা হয়, নিরাপরাধদের সাজা দেয়া হয়, আর অপরাধীদের পুরস্কৃত করা হয়। কিন্তু তোমার আদালতে আমরা ন্যায়বিচার পাবই।

(নিরাপত্তা রক্ষীরা শিকল পরিহিত শহীদকে নিয়ে যাচ্ছে মঞ্চের দিকে।)

শহীদঃ (জল্লাদকে লক্ষ্য করে) সীমার যে কাজ করেছিল লক্ষ টাকার লোভে, তোরা সে কাজ করছিস সামান্য কয়েক টাকা বেতনে। ছি--ছিছিছি, তোরা এত বড় ইতর!

জল্লাদঃ আমাদের গালি দিয়ে কি লাভ হবে? আমরা তো বেতনভোগী পেশাদার মাত্র। আজ আপনাদের উপর যা করছি, কাল যদি হোসনী মোবারককেও হাজির করা হয়, তখন তার বেলাতেও একই কাজ করতে আমাদের এতটুকু হাত কাঁপবে না।

শহীদঃ জল্লাদের পেশাটাই দুনিয়ার সবচাইতে নিকৃষ্ট পেশা। তাদের কোন নীতি নেই, আদর্শ নেই, ধর্ম নেই- তারা পোষা কুকুরের চাইতেও অধম।

জল্লাদঃ তাহলে দুনিয়ার সবচাইতে উৎকৃষ্ট কাজ কি বলুন তো দেখি!

শহীদঃ জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ, ইকামাতে দ্বীন আর খেদমতে ইনসান।

জল্লাদঃ আমরা তো সরকারের খেদমত করে যাচ্ছি। আর সরকারের খেদমত মানেই তো জনগণের খেদমত। সরকারের উপর তো ৯০ ভাগ জনগণের আস্থা আছে।

শহীদঃ তাই যদি হয়, তবে কেন গ্রামে গ্রামে জনগণকে দমন করতে হাজার হাজার সৈন্য তলব করা হয়? হোসনী মোবারক হাজার খানেক ভাড়াটিয়া লোকের দ্বারা ভোটদান পর্ব সম্পন্ন করেছে। ওদের মতো বিবেকহীন ভোটারেরা টাকার বিনিময়ে ভোট দেয়, আর তোদের মত নরপিশাচ জল্লাদেরা টাকার বিনিময়ে মানুষকে ফাঁসিতে ঝোলায়।

জল্লাদঃ ফাঁসির আসামীর আবার দেমাগ কত!

(শহীদকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফাঁসির মঞ্চের দিকে।)

শহীদঃ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

(পরিশেষে তাকে ফাঁসির মঞ্চে উঠানো হলো।)

(অতঃপর পাযী ও মুজাহিদকে নিয়ে ফাঁসির মঞ্চে উঠানো হলো।)

পাযী ও মুজাহিদঃ হোসনী মোবারক, সাবধান! রক্তের বদলা রক্ত দিয়ে নেয়া হবে। (উভয়ের গলায় দড়ি পরানো হল।)

পাযী ও মুজাহিদঃ لَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه

(অবশেষে একে একে সকলকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য।)

নেপথ্য কণ্ঠঃ ইসলামের সৈনিক তারাই-- যারা টর্চার, ফাঁসি, শিরোচ্ছেদ, জবাই, অগ্নিকুণ্ড সবকিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সামনে এগিয়ে চলে। দুনিয়ার বুক থেকে জালেমদের উৎখাত করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রাসুলের (সাঃ) আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তারা প্রয়োজন হলে আগুনে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত। সত্য-মিথ্যার সংঘাতই পৃথিবীর চিরন্তন ইতিহাস। একদিকে চলতে থাকে বাতিলপন্থীদের অত্যাচার, অপরদিকে তার মোকাবেলায় এগিয়ে চলে সত্যপন্থীদের সংগ্রাম।

১১তম দৃশ্য

(হোসনী মোবারক ও সুজাত মোবারক রাজপ্রাসাদে ঘুমাচ্ছেন। হোসনী মোবারক নাক ডাকছেন আর স্বপ্ন দেখছেন।)

শহীদঃ আহাম্মক আসলে তারাই, যারা দুনিয়ার ক্ষমতার জন্য এত জুলুম-অত্যাচার করে, অথচ জাহান্নামের আগুনের কথা একটি বারও ভেবে দেখে না।

মুজাহিদঃ আপনাকে ধন্যবাদ। কেননা আপনার প্রতিষ্ঠিত সামরিক আদালতের উসিলায় আমরা শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। কিন্তু দুঃখ হয় আপনার মত মুর্খদের জন্য, যারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের বিনিময়ে আখেরাতকে বিক্রি করে দেয়।

প্রেসিডেন্টঃ আখেরাত? সে তো বহু দুর! দুনিয়ায় যতদিন আছি, ততদিন তো জীবনটা উপভোগ করা চাই।

পাযীঃ মনে করুন, আপনার সামনে অনেক মজার মজার খাবার দেয়া হলো। কিন্তু সামনেই এক ব্যক্তি পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপনার খাওয়া শেষ হওয়া মাত্রই আপনাকে কতল করা হবে। এমতাবস্থায় আপনি কি মনের আনন্দে তৃপ্তি সহকারে শান্তিতে সেসব খাদ্য আহার করতে পারবেন? আপনি বোধহয় তাই করবেন, খাবার যখন পেয়েছি তখন খেয়েই নেই; পিস্তলের গুলী- সে তো পরের কথা।

প্রেসিডেন্টঃ দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে কিভাবে কোরবানী দেই বল? শরাব আর যেনার মাঝে কতই না শান্তি!

শহীদঃ ওসবের মাঝে তিল পরিমাণ শান্তি নেই। যারা দুই মিনিটের বিকৃত আরামের বিনিময়ে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামের আযাব choice করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রেসিডেন্টঃ থামলে ভাল লাগে।

শহীদঃ আপনি আমাদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিলেন, আমাদের আল্লাহ নাকি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না। কিন্তু মহান আল্লাহ আমাদের দুনিয়ার জীবনের বিনিময়ে দান করেছেন এক সুন্দরতম জীবন। আপনার এখনো সময় আছে, তওবা করুন। হত্যা ও জুলুম বন্ধ করুন। অন্যথায় মালেকুল মউত এসে যেদিন গলা টিপে ধরবে, সেদিন আমরা দেখে নেব, আপনার বিদেশী প্রভুরা কিভাবে আপনাকে রক্ষা করে। মৃত্যু সকলের জন্যই অবধারিত-- একথা ধ্রুবতারার চেয়েও সত্য। কিন্তু সকলের মৃত্যু একরকম নয়। যালেমের মউত হয় যিল্লতির সাথে, আর মুমিনের মউত হয় ইয্যতের সাথে।

(চিৎকার দিয়ে প্রেসিডেন্টের ঘুম ভেঙে গেল। সুজাত জেগে উঠলেন।)

সুজাতঃ কি হয়েছে জাঁহাপনা?

প্রেসিডেন্টঃ ওরা আমাকে ভয় দেখায়, বেগম।

সুজাতঃ ওসব স্বপ্ন-টপ্ন মিথ্যা। আপনি এতবড় বাদশাহ নামদার, স্বপ্ন দেখে ভয় পাচ্ছেন! লোকে জানলে কি বলবে?

প্রেসিডেন্টঃ তাইতো! ছী...ছিছিছী, আমি এত বড় কাপুরুষ!

সুজাতঃ আপনার এতবড় সুরক্ষিত প্রাসাদে দুশমনের একটা তেলাপোকাও ঢুকতে পারবে না। আপনি শান্তিতে নিদ্রা যান।

প্রেসিডেন্টঃ বেগম, আমার হাতে যদি এলাহী ক্ষমতা থাকত, তাহলে ঐ বেয়াদবগুলোকে পুনরায় জীবিত করে দ্বিতীয়বার ফাঁসিতে ঝোলাতাম।

সুজাতঃ এতই যখন শখ, তখন কিয়ামতের আগে জন্ম নিলেই তো পারতেন।

প্রেসিডেন্টঃ ইচ্ছা করলেই কি আর যখন তখন জন্ম নেয়া যায়? আহা! জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারটাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম! তবে তুমি যাই বল না কেন, দাজ্জাল আমি হতে চাই না। কেননা তার একচোখ হবে কানা, এবং তার মউতও হবে খুবই করুণ।

(উভয়ে নিদ্রা গেলেন। নেপথ্যে সুরা লাহাব তেলাওয়াত। প্রেসিডেন্টের ঘুম পুনরায় ভেঙে গেল।)

প্রেসিডেন্টঃ বেগম, কে যেন আমার কানের কাছে সুরা লাহাব তেলাওয়াত করছে। ঐ সুরাটা শুনলেই বুকের কম্পন ১০ গুণ বেড়ে যায়। এক অজানা আতঙ্কে আমি বরফ হয়ে যাই।

সুজাতঃ আপনি আবার ভয় পাচ্ছেন! আপনার সমস্ত দুশ্চিন্তাই জুজুর ভয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনি আর আমি চিরদিন পৃথিবীতে থাকব, এদেশে চিরদিন আপনারই হুকুমাত চলবে।

১২তম দৃশ্য(ক)

(এক বিরাট জনসভায় জনৈক বৃদ্ধ নেতা ভাষণ দিচ্ছেন।)

বৃদ্ধ নেতাঃ দুনিয়ার অনেক দেশেই বিরোধী দলের মিছিলে টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ করা হয়, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্ধারিত মেয়াদের কারাদণ্ড দেয়া হয়। কিন্তু তাই বলে শুধুমাত্র মিছিল করার অপরাধে একেবারে ফাঁসি! এ আমরা কোন দুনিয়ায় বাস করছি? মানবাধিকারের পার্জিয়ানরা আজ কোথায়? তারা শুধুমাত্র মৌলবাদের সন্ত্রাসই (?) দেখছে; উদারপন্থীদের (!) উদার (?) কার্যকলাপ তাদের চোখে পড়ে না। আমাদের স্বনামধন্য প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক সাহেব ধর্মকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে চান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কি ধর্মকে রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখতে চান, নাকি রাজনীতিকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে চান? ধিক সে সকল মুনাফিকদের, যারা ইসলামকে শুধুমাত্র ঈদ উৎসব, ইফতার পার্টি আর মিলাদ অনুষ্ঠানের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। তারা ধর্মকে সকল প্রকার সক্রিয় অঙ্গন থেকে নির্বাসন দিতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য ধর্মকে বিদায় করে নিজেদের অবাধ স্বেচ্ছাচারের পরিবেশ তৈরি করা, ফাঁকা মাঠে গোল দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা। কেননা সব ধরনের দুর্নীতি আর অপকর্মের পথে একমাত্র ইসলামই বাধা হয়ে দাড়ায়। তাই আমাদের এ ফেরাউনী শাসকেরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মুলত ধর্মবিরোধিতায়ই লিপ্ত রয়েছে।

(নিরাপত্তা বাহিনীর সাঁজোয়া যান এসে জনসভাকে ঘেরাও করে। সৈন্যরা গাড়ি থেকে নেমে আসে। বৃষ্টির মত টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। বৃদ্ধ নেতাসহ হাজার হাজার মানুষকে ধরে নিয়ে যায়।)

১২তম দৃশ্য(খ)

(বৃদ্ধ নেতা কাঠগড়ায়। সামরিক আদালতে বিচার হচ্ছে।)

বিচারপতিঃ আপনি জানেন কি, এদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ?

বৃদ্ধ নেতাঃ অবশ্যই, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আমরাও বিরোধী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক কারা?

বিচারপতিঃ তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, আমরা সাম্প্রদায়িক?

বৃদ্ধ নেতাঃ of course! দুনিয়ার সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক মতবাদ হচ্ছে ইহুদীবাদ। আর যারা এই ইহুদীবাদের দালালী করে, তারাই তো সাম্প্রদায়িক।

বিচারপতিঃ আর যারা সংখ্যালঘু কপ্টিক খ্রীষ্টানদের উপর হামলা করে?

বৃদ্ধ নেতাঃ এসব কাজ কোন মুসলমানের দ্বারা হয় না। আপনাদের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারাই মুজাহিদদের ছদ্মবেশে এসব করে থাকে।

বিচারপতিঃ কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, এদেশের আইনে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ। তারপরও আপনারা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে জনসভার আয়োজন করেছেন, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন। আপনাদের কারণেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

বৃদ্ধ নেতাঃ আমরা তো শান্তিপুর্ণ মিছিল-মিটিংয়ের আয়োজন করে থাকি। কিন্তু আপনাদের অযথা দমননীতির কারণেই তো পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠছে।

বিচারপতিঃ আপনি প্রায়ই জনসভায় ফতোয়া দিয়ে থাকেন, ধর্মনিরপেক্ষতা নাকি ইসলামবিরোধী।

বৃদ্ধনেতাঃ তার মানে আপনি বলতে চান, ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামসম্মত?

বিচারপতিঃ অবশ্যই, আপনার মত মোল্লাদের চেয়ে লেখাপড়া আমি কম জানি না।

বৃদ্ধনেতাঃ বেশ তো। এ পর্যন্ত আপনি কি কি জিনিস পড়েছেন একটু জানতে পারি?

বিচারপতিঃ কয়েক ডজন বই আমি পড়েছি। এই যে ধরুন-- রূপকথার গল্প, প্রেমের উপন্যাস, ডিটেক্টিভ বই.....।

বৃদ্ধনেতাঃ বাহ, চমৎকার! কুরআন শরীফের কয়টা অক্ষর আপনি পড়েছেন?

বিচারপতিঃ অ্যাঁ...! তা তো পড়িনি।

বৃদ্ধ নেতাঃ আপনি যদি মেহেরবানী করে খোলামন নিয়ে কুরআন শরীফের শুধুমাত্র ১ম পারাটিও পড়ে দেখেন, তাহলেই ধর্মনিরপেক্ষতার অসারতা আপনার সামনে পরিস্কার হয়ে যাবে। তা যদি না পারেন, অন্তত সুরা ফাতেহাটা পড়ে দেখুন। কিন্তু আপনি যদি জেগে ঘুমিয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে জাগানোর সাধ্য আমাদের কারো নেই।

বিচারপতিঃ কোরআন শরীফ পড়েন, সুরা-কেরাত পড়েন, ভাল কথা। কিন্তু আমাদের মত উদারপন্থী সরকারের বিরোধিতা করবেন, তা আমরা সহ্য করব না।

বৃদ্ধ নেতাঃ আপনারা কোন্ যুক্তিতে নিজেদেরকে উদারপন্থী মনে করেন?

বিচারপতিঃ কারণ, আমরা অন্য ধর্মের প্রতি উদার আচরণ করি। অন্য ধর্মের লোকদের ভালবাসতে গিয়ে নিজ ধর্মের মায়াও বিসর্জন দিতে পারি।

বৃদ্ধ নেতাঃ কিন্তু আপনারা তো অন্য ধর্মের লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকেই তো আপনারা আপন মনে করেন। আর ইসলামের সাথেই তো আপনাদের প্রকৃত শত্রুতা। মুসলমানরাই আপনাদের পর। কাজেই আপনারা যদি ইসলামের প্রতি একটু সহনশীল হতেন, মুসলমানদের প্রতি একটু সহানুভুতিশীল হতে পারতেন, তাহলে সেটাকেই আমরা আপনাদের উদারতা বলে গণ্য করতে পারতাম। আপনারা মুলতঃ নিজেদের সাম্প্রদায়িকতাকেই উদারপন্থা বলে চালিয়ে দিয়ে দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছেন। আপনারাই ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক আচরণ করে থাকেন। নাস্তিকতা আর খোদাদ্রোহিতাই আপনাদের ধর্ম।

বিচারপতিঃ ইসলামী উগ্রবাদীরা সারাদেশে যে সন্ত্রাসবাদ চালাচ্ছে, সেটাকে আপনি কোন্ যুক্তি দিয়ে সমর্থন করবেন?

বৃদ্ধনেতাঃ ইসলামপন্থীরা তো শান্তিপুর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের উপর আপনারা যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ চাপিয়ে দিয়েছেন, যেভাবে জেল-জুলুম আর খুন-খারাবি শুরু করেছেন, তা থেকে বাঁচার জন্য শক্তি প্রয়োগ ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না। ফেরাউন যেমন হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে জবাই করানোর পরেও খুনের আসামী হয়নি, আর মুসা (আঃ) একজন লড়াইরত কিবতিকে হত্যা করেই খুনের আসামী হয়েছিলেন; তেমনি আপনারা হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে জেলে পুরে নির্যাতন করা এবং ডজন ডজন মানুষকে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দেয়ার পরও সন্ত্রাসবাদী হলেন না, আর ইসলামী মুজাহিদরা দু'চারজন অত্যাচারী কর্মকর্তাকে হত্যা করেই হয়ে গেল সন্ত্রাসবাদী।

বিচারপতিঃ আইন অমান্য করে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, আদালত অবমাননা এবং সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অপরাধে আপনাকে ২৫ বছর কারাদণ্ড দেয়া হল।

বৃদ্ধ নেতাঃ ২৫ বছর কারাদণ্ড! আমার বয়স এখন ৯০ বছর। এ অবস্থায় যদি ২৫ বছর কারাদণ্ড হয়, তাহলে আমি জেল থেকে বের হব কবে? আপনারা কি আমার লাশটাকেও জেলখানায় আটকিয়ে রাখবেন?

বিচারপতিঃ আপনাকে, আমরা মমি বানিয়ে রাখব। এবার খুশী হলেন তো?

১২তম দৃশ্য(গ)

(কারাগারে বৃদ্ধ নেতার দুই হাতে দড়ি দিয়ে উপরের দিকে ঝুলানো। দুই পায়ে ডাণ্ডা বেড়ী। দুইপাশে দুইজন পুলিশ। সামনে জেনারেল দোস্তম।)

দোস্তমঃ দোররা চালাও।

(পুলিশরা বন্দীকে চাবুক মারতে শুরু করল। শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছে।)

বৃদ্ধ নেতাঃ আপনি আমাকে বেত্রাঘাত করাচ্ছেন? অথচ এ বেত্রাঘাত কিন্তু আপনারই পাওনা ছিল। শুনেছি আপনি নাকি ইসরাইলের সাথে যুদ্ধের সময় ইহুদী রমণীদের পাল্লায় পড়েছিলেন।

দোস্তমঃ আমার ইজ্জতের উপর আঘাত করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?

বৃদ্ধ নেতাঃ একজন বুড়ো মানুষকে বেত্রাঘাত করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?
দোস্তমঃ স্টপ! টর্চার বন্ধ কর। (পুলিশরা থামল)
দোস্তমঃ আপনাকে ২৪ ঘন্টা সময় দেয়া হলো। এ সময় আপনার উপর কোন টর্চার করা হবে না। এ সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমাদের তিন দফা প্রস্তাব আপনি মানবেন কিনা। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে-
(১) আপনার দেশদ্রোহী ভুমিকার জন্য আপনাকে সরকার ও জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।
(২) হোসনী মোবারকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে।
(৩) টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে আপনাকে ফতোয়া দিতে হবে যে, ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম। সন্ত্রাসবাদ ইসলাম সমর্থন করে না। অতএব, মৌলবাদীদের সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। আপনাকে আরো বলতে হবে, সরকার ইসলামের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না, বরং শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সরকারের আনুগত্য করলেই আল্লাহর আনুগত্য করা হবে-- এ কথাটি জনগণকে জানিয়ে দেবেন আশা করি।
এখন আপনি যদি আমাদের এই প্রস্তাবগুলো মেনে নেন, তাহলে আপনাকে সরকারী খরচে একটা হোটেলে সারা জীবন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এরপরেও যদি নিজের গোঁড়ামীর উপর অটল থাকতে চান, তাহলে সারাটা জীবন আপনাকে এভাবে রাবণের চিতায় জ্বলতে হবে।
বৃদ্ধ নেতাঃ দাজ্জালের বেহেশত আমি চাই না। আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের (রাঃ) উত্তরসুরী। স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর কোন লোভনীয় প্রস্তাবই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহর সাথে গাদ্দারী
আমি নাহি করতে পারি।
তার চেয়ে বরং I shall
Tortured to death by দাজ্জাল।
ইয়াযিদদের গোলামী
করতে পারব না আমি।
তার চেয়ে বরং I can
Tortured to death by শয়তান।

দোস্তমঃ আপনার অপরাধ যদিও ক্ষমার অযোগ্য, কিন্তু আমাদের সরকার যেহেতু উদারপন্থী, সেহেতু আপনার মত দেশদ্রোহীকেও সরকার করুণা করতে প্রস্তুত।
বৃদ্ধ নেতাঃ আপনারা যে উদারপন্থী একথা আমরা স্বীকার করি। আপনারা আমাদের পাপের বোঝা নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন- এমন 'আত্মত্যাগী পরোপকারী' আর কে হতে পারে?
দোস্তমঃ আমি আশা করি, আপনি আপনার কল্যাণের পথই বেছে নেবেন।
বৃদ্ধ নেতাঃ তা তো বটেই। যে রাব্বুল আলামীন আমাকে জীবন দান করেছেন, সেই মহান রবের সন্তুষ্টির জন্য যদি আমার এই জীবনটা কোরবানী দিতে পারি, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় কল্যাণের পথ।
দোস্তমঃ এই বুড়ো বয়সে অত ঈমানী জজবা দেখিয়ে বেশিদিন টিকতে পারবেন না। এর চেয়ে বলি এখনো সময় আছে; আপনি শেষ কথা বলে দিন যে, আমাদের প্রস্তাব মানবেন, নাকি সারা জীবন জেলখানায় থাকবেন?
বৃদ্ধ নেতাঃ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ اِلَيْهِ-
অর্থঃ হে আমার রব! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহবান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি।

১৩ তম দৃশ্য(ক)

(ইউনুস স্বপ্ন দেখছে। নদীর ওপারের সুন্দর বাগানে শহীদ দাঁড়িয়ে আছে। উভয়ের মাঝে একটি সেঁতু নদীর উপর দিয়ে সংযোগ সাধন করে আছে।)
শহীদঃ ইউনুস!
ইউনুসঃ শহীদ ভাই!
শহীদঃ (সেঁতুটি দেখিয়ে) ইউনুস, এই রাস্তা দিয়ে আস, আমি যেভাবে এসেছি।
(ইউনুস ঘুম থেকে জেগে উঠল। অতঃপর ফজরের নামাজান্তে মোনাজাত করছে।)
ইউনুসঃ ইয়া আল্লাহ তোমার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যদি রক্ত দিতে হয়, তাহলে এই ইউনুসের রক্ত তুমি কবুল কর। আজ আমি দুনিয়াতে বসে তোমাকে সেজদা করেছি। কাল যেন তোমার আরশে মহল্লার সামনে গিয়ে তোমাকে সেজদা করতে পারি, সেই তওফীক আমাকে দান কর। আমীন।
(অতঃপর ইউনুস মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল।)
ইউনুসঃ আসি মা। জান্নাতে আবার দেখা হবে।
মাঃ ঈদের মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি। ঈদটা করে গেলে হয় না?
ইউনুসঃ আমার সত্যিকার ঈদ হবে সেদিন, যেদিন আমি দয়াময় রবের পথে শাহাদাতের খোশ নসীব অর্জন করব। আজ ১৭ই রমযান, বদর দিবস। এই পবিত্র দিনেই আমি রব্বুল আলামীনের দরবারে হাজিরা দিতে চাই।
মাঃ ঠিক আছে বাবা, তোমাকে আল্লাহর পথে ছেড়ে দিলাম।
ইউনুসঃ আল্লাহ হাফেজ।
মাঃ ফী আমানিল্লাহ।
(ইউনুস কিছুদুর গিয়ে বাসে উঠল। অবশেষে বাস থেকে নেমে একটি বাড়িতে প্রবেশ করল। সেখানে সাতজন মুজাহিদ বৈঠকরত।)

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

ইউনুসঃ আসসালামু আলাইকুম।

সকলেঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

আবদুল্লাহঃ দেশে এখন যে অবস্থা একটু নিশ্বাস নেয়ারও উপায় নেই। সরকার একতরফাভাবে খুন-খারাবি ও জেল-জুলুম চালিয়েই যাবে, আর আমরা একটু উহ্ আহ্ পর্যন্ত করতে পারছি না। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এমতাবস্থায় আমাদের উপায়টা কি? কি করতে হবে আমাদের?

ইউনুসঃ ফেরআউন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের একটা একটা করে খতম করতে হবে। ইহুদীবাদের দুর্গের ভিত্তিগুলো একটা একটা করে চুরমার করে দিতে হবে। আজ থেকে শুরু হবে ডাইরেক্ট অ্যাকশন, মানে সরাসরি জিহাদ।

(রেডিওতে সবাই খবর শুনছে।)

খবরঃ আজ জেনারেল ডেভিড সাহেবকে সন্ত্রাস ও ইসলামী উগ্রবাদ দমনে সফলতার জন্য মহামান্য প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক নিজ হাতে স্বর্ণপদক দান করবেন। কিছুক্ষণ পরেই বেলা ৯ ঘটিকায় তিনি প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে প্রবেশ করবেন। জেনারেলের সম্মানার্থে ও নিরাপত্তার স্বার্থে প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট যাওয়ার রাস্তা ও আশপাশের এলাকায় সাধারণ জনগণের চলাচল বেলা ১২ টা পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকবে।

ইউনুসঃ এখন আটটা বাজে। খুব বেশি সময় নেই। আমি এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ছি। আল্লাহ হাফেজ।

সকলেঃ ফী আমানিল্লাহ।

(ইউনুস গিয়ে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের অদূরে একটি খেজুর গাছের আড়ালে ওঁৎ পেতে থাকে। রাস্তা দিয়ে গাড়ির বহর যাচ্ছে। বহরের মধ্যখানের গাড়িতে মিঃ ডেভিড। তাকে লক্ষ্য করে ইউনুস পিস্তলের গুলী নিক্ষেপ করে। ডেভিড চিৎকার দিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে।)

নিরাপত্তা বাহিনী ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। সমগ্র খেজুর বাগানে আগুন ধরে যায়। গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় ইউনুসের বুক।

ইউনুসঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

নেপথ্যে কুরআন তেলাওয়াতঃ وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ- بَلْ اَحْيَاءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

অর্থঃ আর যারা আল্লাহর রাস্তায় কতল হয়ে যায়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না

(এদিকে মুজাহিদরা যে বাড়িটিতে বৈঠকরত, সেই বাড়ির মালিক একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা। নাম তার টিংকু। তিনি মদ্যপান করছেন। তার স্ত্রীর প্রবেশ।)

স্ত্রীঃ সাহেব, আপনি তো সিনেমা বানিয়ে বেশ ভালই জীবন কাটাচ্ছেন। কিন্তু মৌলবাদীরা যদি ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে, তাহলে আপনার ব্যবসা যে লাটে উঠবে সেই চিন্তা কি করে দেখেছেন? আমাদের বাড়িশুদ্ধ সব না খেয়ে মরতে হবে।

টিংকুঃ এমন কি বিপ্লব ঘটল যে মৌলবাদীরা ক্ষমতা দখল করে ফেলবে? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে----।

স্ত্রীঃ তুমি শুধু সিনেমা নিয়েই ব্যস্ত থাক। এদিকে ঘরের ভিতর কি সিনেমা চলছে সেই খবর কি রাখ?

টিংকুঃ কেন, হয়েছেটা কি?

স্ত্রীঃ আমাদের ভাড়াটিয়া মালেক সাহেবের একমাত্র ছেলেটা ইসলামী চরমপন্থী। মা-বাপ দু'জনে বাড়িটাকে মুজাহিদদের ঘাঁটি বানাতে দেয়ার জন্য নিজেরা গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। এখন মুজাহিদরা মারাত্মক সব আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আমাদের নিচের তলাতেই প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এভাবে মৌলবাদী পুষে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা কি আমাদের উচিত হবে?

টিংকুঃ এখন আমাকে কি করতে বল?

স্ত্রীঃ তাড়াতাড়ি থানায় খবর পাঠাও।

(টিংকু তার মোবাইল অন করলেন। রউফ খাইরাত ফোন ধরলেন।)

টিংকুঃ সুপ্রভাত স্যার, আপনার কাছে একটা জরুরী ম্যাসেজ আছে।

খাইরাতঃ যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন।

টিংকুঃ আমার বাসায় মৌলবাদীরা আস্তানা গেড়েছে। ওদেরকে এক্ষুণি সাইজ করতে চলে আসুন।

খাইরাতঃ ঠিক আছে, আমি ইন্সপেক্টর সাহেবের নেতৃত্বে পাঁচশত পুলিশ ফোর্স এই মুহূর্তে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারা আপনার বাড়িকে দশ মিনিটের মধ্যেই শত্রুমুক্ত করবে।

টিংকুঃ Thank you, sir.

(পুলিশ এসে বাসাটি ঘিরে ফেলে। অতঃপর গাড়ি থেকে নেমে চারপাশে পরিখা খনন করে অবস্থান নেয়। শুরু করে নির্বিচার গুলীবর্ষণ। মুজাহিদরা কিছুক্ষণ পর পর দু'একজন করে লুটিয়ে পড়তে থাকে। অপরদিকে পুলিশরা ডজনে ডজনে লুটিয়ে পড়ছে মরুভূমিতে।)

টিংকুঃ স্যার, আপনারা বলেছিলেন দশ মিনিটের মধ্যে ওই বাঁদরগুলোকে নির্মূল করতে পারবেন। কিন্তু এখন দেখছি দশ ঘন্টায়ও পারছেন না।

ইন্সপেক্টরঃ আমাদের সেপাইরা যেভাবে মারা পড়ছে তাতে আমরা বড়ই অসহায় বোধ করছি।

টিংকুঃ এখন উপায় কি স্যার?

ইন্সপেক্টরঃ উপায় আছে একটাই। মর্টারের ভারী গোলা নিক্ষেপ করে গোটা বাড়িটাকে ধুলিস্যাৎ করে দিতে হবে।

টিংকুঃ তাহলে স্যার আমাদের কি হবে?

ইন্সপেক্টরঃ আমরা ভেবেছিলাম সন্ত্রাসীদের কাছে সামান্য কিছু পুরনো বন্দুক থাকতে পারে। কিন্তু তাদের কাছে যে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র আছে তা জানলে আমরা পুলিশ নিয়ে আসতাম না, বরং মিলিটারী কমাণ্ডো কিংবা প্যারাট্রোপার পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু আপনার wrong information-এর কারণে আমরা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারিনি। আপনার ভুলের খেসারত দিতে গিয়ে যেখানে আমাদের সেপাইরা সব পাখির মত মারা পড়ছে, সেখানে আপনাকে জীবিত

রাখার প্রয়োজন কি? আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আমরা মোসাদের হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত। যেকোন অপারেশনে মোসাদের এক গ্রুপ অপর গ্রুপকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেও দ্বিধা করে না।

টিংকুঃ স্যার, আমি আপনাদের information দিয়ে ডেকে আনলাম, আপনাদের উপকার করতে চাইলাম; আর আপনারা কিনা আমাকেই পরপারে পাঠাতে চাচ্ছেন? আপনাদের কি এতটুকু দয়া-মায়া নেই, ভালবাসা নেই? আপনার কাছে কি এতটুকু কৃতজ্ঞতা আশা করতে পারি না?

ইন্সপেক্টরঃ দয়া-মায়া! প্রেম-ভালবাসা? সে তো মুসলমানদের ব্যাপার। তারা বোকার মত একে অপরের জন্য জান দিয়ে দেয়। কিন্তু আমরা ওসবের ধার ধারি না। প্রত্যেকেই যার যার স্বার্থকে হাসিল করে নেই।

(টিংকু মোবাইল অফ করে দিল।)

টিংকুঃ (স্ত্রীকে লক্ষ্য করে) তোমার কারণে আমরা আজ মরতে বসেছি। আমাদের আমও গেল, ছালাও গেল। এর চেয়ে বরং মৌলবাদীদের অধীনে থাকলেও ভাল ছিল। সিনেমা করতে না পারলে কি, প্রাণটা তো বাঁচাতে পারতাম।

(পুলিশ মর্টার সেল নিক্ষেপ করে দেয় বাড়িটির দিকে। সমগ্র বাড়িটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।)

১৩ তম দৃশ্য(খ)

(ইন্সপেক্টর সাহেব রউফ খাইরাতের দফতরে হাজির হলেন)

খাইরাতঃ কি খবর ইন্সপেক্টর সাহেব?

ইন্সপেক্টরঃ মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের আমরা নির্মুল করতে পেরেছি, তবে--

খাইরাতঃ তবে কি?

ইন্সপেক্টরঃ তবে আমাদের অনেক মুল্য দিতে হয়েছে।

খাইরাতঃ কি পরিমাণ মুল্য?

ইন্সপেক্টরঃ আমাদের ৫০ জন সেপাইকে কোরবানী দিতে হয়েছে।

খাইরাতঃ লাশগুলো রাতের আঁধারেই দাফন করে ফেলার ব্যবস্থা কর। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের আত্মীয়-স্বজনেরা যদি জানতে পারে, তবে বড়ই মুশকিলে পড়তে হবে। তবে খবরকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আমরা কেবল তিনজন পুলিশের মৃত্যুর কথা স্বীকার করব।

ইন্সপেক্টরঃ ঠিক আছে স্যার।

খাইরাতঃ কিন্তু আমার খুব অবাক লাগে, মাত্র সাতজন সন্ত্রাসীকে মারতে গিয়ে তোদের এত চরম মুল্য কেন দিতে হল?

ইন্সপেক্টরঃ তাই তো স্যার। আপনি শুনলে আরো অবাক হবেন যে, ওদের হাতে তেমন কোন অস্ত্রপাতি ছিল না। গুলী বিনিময়ের সময় আমরা ধারণা করেছিলাম, ওদের হতে রকেট লাঞ্চার না থাকুক অন্তত বেশ কয়েক ডজন স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান তো আছেই। কিন্তু শেষে যখন গোটা বাড়ির ধ্বংসস্তুপ তল্লাশি করলাম, ৪/৫ টা সেকেলে বন্দুক ছাড়া আর কিছুই পেলাম না।

দারোগাঃ স্যার, আমার মনে হয় এটা ফেরেশতাদের কাজ। আর তাই যদি হয়, তাহলে ইসলামী মুজাহিদদের সাথে মোকাবেলা আর আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করা একই কথা।

খাইরাতঃ হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর সাথেই লড়াই চালিয়ে যাব।

দারোগাঃ কিন্তু স্যার, আল্লাহর সাথে টেক্কা মেরে তো কেউ কোনদিন টিকে থাকতে পারেনি।

খাইরাতঃ কে বলেছে, নমরূদ তো ৪০০ বছর টিকে থাকতে পেরেছিল। আমরা কি ৪০ বছরও পারব না?

দারোগাঃ ৪০ বা ৪০০ কেন, চার হাজার বছরও যদি টিকে থাকি, তার পরেও তো আল্লাহর হাতেই ধরা দিতে হবে।

খাইরাতঃ কিন্তু তার আগে আল্লাহর দ্বীনের যতটা ক্ষতি করে যেতে পারি, সেটাই আমাদের সার্থকতা।

দারোগাঃ কিন্তু আল্লাহ আমাদের এমন কি ক্ষতি করেছেন যে, যেকোন মুল্যে তাঁর দ্বীনের ক্ষতি করতে হবে?

খাইরাতঃ আল্লাহ আমাদের কর্মের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন, আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হরণ করেন, এরপরেও তুমি বলছ তিনি আমাদের কোন ক্ষতি করেননি?

দারোগাঃ যে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, অসংখ্য নেয়ামত দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন, সে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি ঠিক হবে? আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে আমরা কার পক্ষে কাজ করব?

খাইরাতঃ কেন, শয়তানের পক্ষে!

দারোগাঃ শয়তান কি আমাদের জন্য বিকল্প পৃথিবী তৈরী করে দেবে? শয়তান কি আমাদের এক মিনিটের অক্সিজেন দান করতে পারে? আমরা কোন দুঃখে অভিশপ্ত শয়তানের তাবেদারী করতে যাব? পুলিশ ভাইয়েরা, তোমরা কি আল্লাহর মোকাবেলায় শয়তানের পক্ষে থাকতে চাও?

(উপস্থিত পুলিশ অফিসারদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য ''না'' ধ্বনি উচ্চারণ করে।)

দারোগাঃ তবে এক্ষুণি চল, আমরা হিজরত করে ইসলামী ফৌজে শামিল হয়ে যাই।

খাইরাতঃ খবরদার দারোগা সাহেব, আপনি সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। সিপাহীরা, কয়েদ কর একে।

(বাইরে থেকে পুলিশেরা প্রবেশ করল। তারা দু' দলে ভাগ হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। রউফ খাইরাত টেলিফোন উঠালেন।)

খাইরাতঃ হ্যালো, হাসান আল আলফি সাহেব, পুলিশ বাহিনীতে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। আপনি তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত ফোর্স পাঠান।

আলফিঃ ঠিক আছে, এক্ষুণি পুলিশ ও মিলিটারীর এক ডিভিশন সদস্য আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসছে।

(দারোগা সাহেব তাঁর অনুগত পুলিশদের নিয়ে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করলেন।)

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

১৪তম দৃশ্য

(টেলিভিশনে হোসনী মোবারক জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন)

প্রেসিডেন্টঃ প্রিয় দেশবাসী, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ইসলামী উগ্রবাদ আজ এক জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। মৌলবাদীরা ইসলামের নামে নিরীহ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। ওদের তান্ডবলীলায় বিদেশী পর্যটকরা পর্যন্ত দেশ ছাড়তে শুরু করেছে। আমাদের পর্যটন শিল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। অর্থনীতির চাকা পিছনের দিকে ঘুরে গেছে। কিন্তু সরকার অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে ওই সমস্ত ধর্মান্ধদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। আশা করা যায়, অদুর ভবিষ্যতে গোটা দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। চরমপন্থীরা ধর্মের আলখেল্লা পরে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা দেশের উন্নয়নের জন্যই নিজেদের উৎসর্গ করেছি। দুর্বৃত্তদের নির্মুল করে দেশে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে আমরা জনগণের একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি। সুরা বাকারায় আছে, لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ। এছাড়া সুরা কাফেরুনেও ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্বীকার করা হয়েছে। অথচ তা সত্ত্বেও মৌলবাদীরা ধর্ম নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তারা যেভাবে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, তা রীতিমত উদ্বেগের বিষয়। বিশেষ করে তারা মসজিদগুলোকে রাজনীতির আখড়ায় পরিণত করেছে। আমরা ধর্ম ব্যবসায়ীদের কবল থেকে ধর্মকে উদ্ধার করতে চাই। তাই আমরা মসজিদের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনার জন্য শীঘ্রই পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। আগামী শুক্রবার থেকে দেশের সকল মসজিদে সরকারীভাবে ইমাম ও খতীব নিয়োগ করা হবে। আপনারা জানেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। অতএব, আমাদের বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার খাতিরে সকল আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরাশক্তির সামনে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ধর্মের কথা বলুন আপত্তি নেই। কিন্তু একে রাজনীতির কাতারে টেনে আনবেন না। ইসলামের কল্যাণকর দিকগুলো প্রচার করুন, আর যুদ্ধ-বিগ্রহের বিষয়গুলো avoid করুন। আশাকরি, দেশবাসী আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন।

(টিভি ভবনের সামনে বিক্ষোভ)

জনতাঃ হোসনী মোবারকের স্বৈরাচার,
বন্ধ কর মিথ্যাচার।
মিথ্যাবাদী মোবারক,
নিপাত যাক॥

(পুলিশের টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ। জনতা ছত্রভঙ্গ।)

১৫তম দৃশ্য(ক)

(একটি মফস্বল শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদে ইমাম সাহেব জুমার খুতবা দিচ্ছেন।)

ইমামঃ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّو أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يُرْجَعُونَ

"সে এবং তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং মনে করল যে, তারা আমার কাছে ফিরে আসবে না।"

(মসজিদের গেটে অবস্থানরত একজন আর্মি অফিসারের মসজিদে প্রবেশ।)

অফিসারঃ ইমাম সাহেব, আপনি কি জানেন না যে, কুরআন শরীফে মুসা-ফেরাউনের যেসব কাহিনী আছে, তা বর্ণনা করা আইনতঃ নিষিদ্ধ?

ইমামঃ আল্লাহ যা বর্ণনা করেছেন, তা নিষেধ করার অধিকার কোন মানুষের নেই।

(আর্মি অফিসার ওয়্যারলেস অন করে। হোসনী মোবারক ফোন ধরলেন।)

অফিসারঃ স্যার, এখানকার ইমাম সাহেব জাঁহাপনার হুকুমের উপরে আল্লাহর হুকুমকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। তাকে আমি কি বলব, স্যার?

প্রেসিডেন্টঃ তাকে বলে দাও, সে যদি আমার হুকুম না মানে, তবে জেলখানাই হবে তার স্থায়ী ঠিকানা।

ইমামঃ প্রেসিডেন্ট সাহেব ফেরাউনের সুরেই কথা বলছেন। সেও মুসা নবীকে (আঃ) কয়েদ করার হুমকি দিয়েছিল। قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ "বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে মাবুদরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।" অতএব, মাননীয় প্রেসিডেন্টকে বলে দিন, তিনি যদি আল্লাহর হুকুম না মানেন, তবে জাহান্নামই হবে তার স্থায়ী ঠিকানা।

(সৈন্যদের মসজিদে প্রবেশ)

ইমামঃ ان الحكم

মুসল্লীগণঃ الا لله

ইমামঃ আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম

মুসল্লীগণঃ মানি না, মানব না।

ইমামঃ আল্লাহ ছাড়া কারো কথা

মুসল্লীগণঃ শুনব না, শুনব না।

(সৈন্যরা ইমামকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়।)

ইমামঃ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

অর্থঃ হে আমার রব! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

১৫ তম দৃশ্য(খ)

(নব নিযুক্ত সরকারী ইমাম পরবর্তী জুমার দিন ভাষণ দিচ্ছেন।)

সরকারী ইমামঃ আমি প্রথমেই স্মরণ করছি সেই মহান রাষ্ট্রপতিকে, যিনি আমাকে ইমামতি করার সুযোগ দান করেছেন।

জনৈক মুসল্লীঃ এটা মসজিদ, আল্লাহর ঘর। এখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহর দুশমনের তারিফ করা চলবে না।

সরকারী ইমামঃ আপনারা ইমামকে সম্মান করতে জানেন না। আমি পুলিশ ডাকব কিন্তু।

(মুসল্লীরা একযোগে জুতা দেখানো শুরু করে। তারা কয়েকজন এগিয়ে গিয়ে ইমামকে মিম্বর থেকে নামিয়ে আনে। অপর একজনের হাত ধরে মিম্বরে এনে বসানো হয়। মুসল্লীদের নিযুক্ত নতুন ইমাম খুতবা দেয়া আরম্ভ করেন।)

طسم (1) تِلْكَ ايتُ الْكِتبِ الْمُبِينِ (2) نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَإِ مُوْسَى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (3) اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَ هُمْ وَ يَسْتَحْيٖ نِسَآءَ هُمْ - اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ (4) وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ(5) وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ (6)

"ত্বা-সীন-মীম। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি আপনার কাছে মুসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত সত্য সহকারে বর্ণনা করছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য। ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদের জবাই করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারী। দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার। এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল লোকদের তরফ থেকে আশংকা করত।"

(জনৈক সি.আই.ডি উঠে দাঁড়ালো।)

সি.আই.ডি.ঃ আমি ইমাম সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে মসজিদে রাজনৈতিক আলোচনা আইনসম্মত নয়।

ইমামঃ আমি নিজে তো কোন আলোচনা করছি না। আমি তো আল্লাহর কালাম থেকে তেলাওয়াত করেছি মাত্র। আল্লাহর ঘরেও কি আল্লাহর কথা বলা যাবে না?

সি.আই.ডি.ঃ তোমরা সরকার নিযুক্ত ইমামকে লাঞ্ছিত করে নিজেদের পছন্দমত লোককে ইমাম বানিয়েছ, যা প্রকাশ্য বিদ্রোহের শামিল। তারপর আবার স্বঘোষিত ইমাম সাহেব প্রকাশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে মুসল্লীদের উস্কানী দিচ্ছেন। তোমরা সহ্যের সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছ।

ইমামঃ যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের বিদ্রোহ।

(সি.আই.ডি. সাহেব ওয়্যারলেস অন করলেন।)

সি.আই.ডি.ঃ জেনারেল হেনরী সাহেব, please help me and send your force.

হেনরীঃ Please wait just a menute. I am going on quickly action.

(সৈন্যরা এসে মসজিদ ঘিরে ফেলে। জুতা পায়ে মসজিদে ঢুকে মুসল্লীদের বেধড়ক লাঠিচার্জ করতে থাকে। ইমামকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। এদিকে মসজিদে মুসল্লীরা পরস্পর আলোচনা করতে থাকে।)

ঃ খুতবা তো হল, এবার নামাযটা তো আদায় করা দরকার।

ঃ কিন্তু সমস্যা হলো, ইমাম হবে কে? এমতাবস্থায় কেউ তো ইমাম হতে রাজি হবেন না। কারণ, যে ইমাম হবে, তার উপরই সরকারের বিশেষ নজর পড়বে।

ঃ আমার মতে, কোন একজন সাধারণ মুসল্লীরই ইমাম হওয়া দরকার। কারণ, বিখ্যাত কেউ ইমাম হলে সরকারী গোয়েন্দারা চিনে ফেলবে।

(সাধারণ একজন মুসল্লীর ইমামতিতে জুমার নামায সম্পন্ন হল। নামাজান্তে মোনাজাত হচ্ছে।)

মোনাজাতঃ

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا- وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا 0

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে জালেম। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।"

(মসজিদের অদূরে অবস্থানরত জেনারেল ওয়েনের মুখ ক্রোধে লাল হয়ে গেল।)

ওয়েনঃ শালারা শেষ পর্যন্ত মোনাজাতের মধ্যেও পলেটিক্স শুরু করেছে। আর সহ্য করা যায় না। সিপাহীরা, মসজিদটা আবার ঘিরে ফেল।

(সৈন্যরা মসজিদটি ঘিরে ফেলল)

ওয়েনঃ (মুসল্লীদের লক্ষ্য করে) তোমরা স্বদেশের সরকারের বিরুদ্ধে বিদেশীদের সাহায্যকারী হিসেবে পাঠানোর আবদার করেছ। দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশী হস্তক্ষেপ কামনা করা রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামান্তর।

মুসল্লীগণঃ তোমরা আল্লাহর বান্দাদের মারার জন্য বিদেশ থেকে শয়তানের চ্যালাদের নিয়ে আস, আর আমরা শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর বান্দাদের আমন্ত্রণ জানাতে পারব না!

ওয়েনঃ রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। শত শত মোল্লাকে বিচার করে ফাঁসি দিতে বহু সময় লাগবে। অতদিন আমরা ক্ষমতায় নাও থাকতে পারি। অতএব, আর এক মুহূর্ত ধৈর্য্য ধরতে পারব না। সৈন্যরা, ব্রাশ ফায়ারিং শুরু করে দাও।

(শুরু হয় মসজিদের ভিতর নির্বিচার গুলীবর্ষণ। মসজিদের মাটি লাল হয়ে যায়। গুলীবিদ্ধ অবস্থায় মোয়াজ্জিন সাহেব মাইকটি হাত দিয়ে কাছে এনে অন্তিম বাণী উচ্চারণ করেন।)

মোয়াজ্জিনঃ **الا لعنت الله على الظالمين**

অর্থঃ জেনে রাখ, জালেমদের উপর আল্লাহর লানত।
(সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর দলে দলে নারী ও শিশুরা ঘর থেকে বের হয়ে এসে মসজিদ চত্বরে জমায়েত হতে থাকে। তারা দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানায়ঃ আল্লাহ, এর বিচার কর।)

১৬ তম দৃশ্য

(প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে হোসনী মোবারক ভাষণ দিচ্ছেন)
প্রেসিডেন্টঃ ইসলামী আন্দোলনকে দমন করতে হলে বালেগ-বালেগাদের আখলাককে খতম করে দিতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের প্রধান শক্তি তরুণ সমাজকে ইসলামী আদর্শের পথ থেকে সরিয়ে পাশ্চাত্য মার্কা ভোগ-বিলাস আর যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার জোয়ারে ভাসিয়ে দিতে হবে। হাজীর ঘরে পাজি আর আলেমের ঘরে জালেম পয়দা করতে হবে। ফলে মোল্লা-মৌলভীরা আর জনগণের সামনে মুখ দেখাতে পারবে না। ইসলামী মৌলবাদের যাবতীয় তৎপরতা মাঠে মারা যাবে। ইসলামী পুনরুত্থানকামীদের সমস্ত আশা-আকাংক্ষা মুখ থুবড়ে পড়বে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা আগামী দু'এক বছরের মধ্যেই একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করতে চাচ্ছি। আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদী চক্রের কাছে আমরা এমনই একটা সম্মেলন অনুষ্ঠানের অফার পেয়েছি, যেই সম্মেলনের মুল বিষয়বস্তু হবে, কিভাবে সারা পৃথিবীতে অবাধ যৌনাচার, সমকামিতা আর গর্ভপাতকে বৈধ করা যায়, যাবতীয় শয়তানী ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যায়। ইহুদী খৃষ্টানরা যেহেতু অলরেডি এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাই তারা এখন এগুলোকে মুসলমানদের মাঝেই রপ্তানি করতে চাচ্ছে। কিন্তু অন্য কোন মুসলিম দেশ লজ্জায় এ সম্মেলনের স্থাপতিক দেশ হতে রাজি হয়নি। আর আমরা এই অমুল্য প্রস্তাবকে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করে দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি। এখন আপনারা কি বলেন?
সংস্কৃতি মন্ত্রীঃ আমরাও এই সুসংবাদকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। বিদেশী মুরুব্বীদের এই প্রস্তাবকে সবাই সাদরে গ্রহণ করে নিচ্ছি। সেই সাথে আপনার বিচক্ষণতা আর সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের তারিফ করছি। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে যেকোন প্রগতিশীল কার্যক্রমকে আমরা সক্রিয় সহযোগিতা দিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিশেষ করে আসন্ন সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করতে আমরা এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
(উপস্থিত মন্ত্রীবর্গ ও সভাসদবৃন্দ করতালি দিয়ে অনুমোদন প্রকাশ করে।)
হেনরীঃ স্যার, দেশের তরুণ সমাজ ও জনগণকে ইসলামী মৌলবাদের পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা না হয় হলো, কিন্তু সেনাবাহিনীতে যদি কেউ ইসলামী মৌলবাদী হয়ে থাকে? অতএব, অবিলম্বে এখানেও শুদ্ধি অভিযান শুরু করা দরকার।
প্রেসিডেন্টঃ তুমি ভাল কথাই মনে করেছ। সেনাবাহিনীতে ইসলামী মৌলবাদী কেন, কোন একজন সাধারণ নামাজী ব্যক্তিরও স্থান হবে না। নামাজ-রোযা নিষিদ্ধ হওয়ায় যে কেউ যেকোন নামাজ গোপনে আদায় করে নিতে পারে। তবে মাগরিবের সময় খুব স্বল্প হওয়ায় ঐ নামাজ কেউ আগে-পরে পড়তে পারবে না। অতএব, মুসল্লীদের চিহ্নিত করার ওটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।

১৭তম দৃশ্য

(কর্ণেল আতিকের বাসভবন। তিনি মাগরিবের নামায পড়ছেন। দরজায় এসে কয়েকজন সামরিক গোয়েন্দা কড়া নাড়ছে।)
গোয়েন্দাগণঃ আতিক সাহেব বাড়িতে আছেন?
(আতিকের স্ত্রী ও সন্তানেরা ইশারায় তাড়াতাড়ি নামায শেষ করতে বলছেন। আতিক নামাযান্তে দরজার কাছে এসে হুক খুললেন।)
আতিকঃ আরে, আপনারা! আসন গ্রহণ করুন।
গোয়েন্দাগণঃ আমরা আসন গ্রহণ করতে আসিনি। আমরা জানতে চাই, আপনি এতক্ষণ কি করছিলেন?
আতিকঃ মানে, পারিবারিক কাজে ব্যস্ত ছিলাম।
গোয়েন্দাগণঃ চালাকি করবেন না। অতি চালাকের গলায় দড়ি। নিজের কাজকর্মের আলামতটাও গোপন করতে পারলেন না। ভয়ে আপনি এতই নার্ভাস হয়েছেন যে, দরজা খুলতে আসার আগে টুপিটা খুলে রাখতেও ভুলে গেছেন। চলুন আমাদের সঙ্গে।
আতিকঃ আমার অপরাধ!
গোয়েন্দাগণঃ হাবভাব দেখে মনে হয় ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। সরকারী আইন অমান্য করে এতবড় একটা কাজ করার পরও আপনি বুঝতে পারছেন না আপনার অপরাধ? আপনি আপনার গোপন বন্ধুর সাথে সলাপরামর্শ করেছেন, এক অদৃশ্য শক্তির সাথে আঁতাত করে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছেন, আর এখন খুব সাধু সাজছেন?
আতিকঃ (বিনয়ের সাথে) কার সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করলাম?
গোয়েন্দাগণঃ কেন, আল্লাহর সাথে!
(গোয়েন্দারা আতিককে গাড়িতে উঠিয়ে জেলখানায় নিয়ে গেল। লোহার রড দিয়ে পিটানো হচ্ছে। সারা শরীর রক্তাক্ত। মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে।)
ঃ বিদ্রোহীদের এভাবেই শাস্তি দিতে হয়।
ঃ কই, আমি তো কখনো বিদ্রোহ করিনি।
ঃ আপনাকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা অবস্থায় হাতেনাতে ধরে আনা হয়েছে। এরপরও বলছেন বিদ্রোহ করেননি। এছাড়া আপনার অতীত রেকর্ডও খুব একটা সন্তোষজনক নয়। আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময়ও আপনি সরকারী আদেশ লংঘন করেছিলেন।
ঃ কিভাবে!

ঃ সরকার যখন আক্রমণ অভিযান বন্ধের আদেশ দিয়েছিল, তখনো আপনি ইসরাইলের বিরুদ্ধে আক্রমণ অব্যাহত রেখেছিলেন। এতে একদিকে দেশের সরকারের অবমাননা হয়েছে, অপরদিকে ইহুদীদের সামনে আমাদের জাতির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। আপনার কারণেই আমাদের শান্তি প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছিল।
ঃ শান্তি প্রক্রিয়ায় আমরা কি পেয়েছি? যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারলে আরো অনেক ভুখণ্ড আমরা ফিরে পেতাম।
ঃ আপনার অপরাধ এখানেই শেষ নয়। আরো অভিযোগ আছে যে, যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ইসরাইলী তরুণীরা আপনাদের কাছে একটু প্রেম নিবেদন করতে এসেছিল, তখন আপনি তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। প্রার্থীকে নিরাশ করে আপনি বিরাট মানবতাবিরোধী কাজ করেছেন।
ঃ তারা প্রেম নিবেদন করতে আসেনি, এসেছিল আমাদের চরিত্র হরণ করতে। আমাদেরকে কৌশলে কুপোকাত করে দ্বীন-দুনিয়া সব বরবাদ করাই ছিল তাদের টার্গেট। আমাদের চরিত্র রক্ষার জন্যই আমি তাদের তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।
ঃ হয়েছে, অত সাধুপিরি দেখাতে হবে না। আপনার মত পাক-পবিত্র লোকেরাই আমাদের সরকারের জন্য প্রধান হুমকি।

১৮তম দৃশ্য(ক)

(প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে হোসনী মোবারক ভাষণ দিচ্ছেন।)
প্রেসিডেন্টঃ আমাদের সেনাবাহিনীতে শুদ্ধি অভিযান জোর গতিতে এগিয়ে চলছে। আশা করা যায়, এক মাসের মধ্যেই আমরা আপনাদেরকে একটা মুসল্লীমুক্ত সেনাবাহিনী উপহার দিতে পারব। শুধু নামাযীদের উৎখাত করলেই চলবে না, যেকোন সৎ ও চরিত্রবান অফিসারদেরই বেছে বেছে ছাটাই করে দিতে হবে। হ্যারিসন সাহেব, এদিকে আসুন।
(হ্যারিসনের আগমন)
হ্যারিসনঃ হুকুম করুন জাঁহাপনা।
প্রেসিডেন্টঃ জেনারেল সাদেক আর ব্রিগেডিয়ার মাসুদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?
হ্যারিসনঃ ওনাদের ব্যাপারে আমার কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই স্যার।
প্রেসিডেন্টঃ এই নিন বিশ লক্ষ টাকা। অর্ধেক দেবেন সাদেকের হাতে, আর অর্ধেক দেবেন মাসুদের হাতে। দুইদিন পর তাদের কাছে গিয়ে টাকা ফেরত চাইবেন। তারপর অপরাধী ব্যক্তিকে ধরে আনবেন।
হ্যারিসনঃ ঠিক আছে স্যার।

১৮তম দৃশ্য(খ)

(প্রেসিডেন্টের সামনে ব্রিগেডিয়ার মাসুদকে হাত-পায়ে বেড়ী লাগানো অবস্থায় নিয়ে আসল হ্যারিসন।)
প্রেসিডেন্টঃ কি খবর হ্যারিসন।
হ্যারিসনঃ স্যার, এই ব্যাটা জাঁহাপনার টাকা আত্মসাৎ করেছিল। সে বলে আমি নাকি তার হাতে কোন টাকাই দেইনি।
প্রেসিডেন্টঃ স্টুপিড কোথাকার। আমি বললাম অপরাধী ব্যক্তিকে ধরে আনতে, আর তুই ধরে আনলি নিরপরাধ ব্যক্তিকে!
হ্যারিসনঃ বুঝলাম না!
প্রেসিডেন্টঃ আরে, আমাদের কাছে সেই ব্যক্তি কোন অপরাধী নয়, যে আমানতের খেয়ানত করেছে। খেয়ানত তো আমিও করি। বরং অপরাধী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আমানতের হেফাজত করে।
হ্যারিসনঃ তার মানে?
প্রেসিডেন্টঃ আমানত রক্ষা হল ইসলামের আদর্শ। আর ইসলামই হচ্ছে আমাদের প্রধান শত্রু। যে ব্যক্তি আমানত রক্ষা করল, সে নিশ্চয়ই ইসলামের পাবন্দ। অতএব, তাকেই আমাদের শত্রু বিবেচনা করতে হবে। আর যে টাকা মেরে খেল, সে তো আমাদেরই লোক। অতএব, ছেড়ে দাও ওকে।
(হ্যারিসন মাসুদের হাত-পায়ের বন্ধন খুলে দিল)
মাসুদঃ শুকরিয়া স্যার।
প্রেসিডেন্টঃ এবার যাও আসল অপরাধীকে ধরে আন।
(হ্যারিসন ও সৈন্যরা মিলে জেনারেল সাদেককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসল।)
প্রেসিডেন্টঃ নিয়ে যাও একে আমার চোখের সামনে থেকে। কোন ঈমানদারের মুখ দেখতেও আমি পছন্দ করি না। সোজা জেলখানায় ঢুকিয়ে দাও। (প্রস্থান)

২১তম দৃশ্য

(প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে রউফ খাইরাতের আগমন)
প্রেসিডেন্টঃ কি খবর মিঃ খাইরাত। আপনার পোয়েন্দা কার্যক্রম দেখছি বেশ সফলতার সাথেই চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে, শত্রুর উপর কেবল ক্রেক ডাউন চালানোই পোয়েন্দাকর্ম নয়, বরং আসল পোয়েন্দাকর্ম হচ্ছে শত্রুর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা। কারণ, ঐক্যবদ্ধ শত্রুর সাথে কোনদিন পেরে ওঠা যায় না।
খাইরাতঃ ঠিক আছে স্যার, আমি চেষ্টা করে দেখব। ইসলামী আন্দোলনকারী ছাত্রনেতাদের মধ্যে অনেকের সাথেই আমি যোগাযোগ রক্ষা করে চলছি। তাদের মধ্যে একজন তো আমারই দেশী ভাই। আপনি যদি বলেন, তাকে আমি আগামী শনিবার আমার অফিসে দাওয়াত দিয়ে একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি।
প্রেসিডেন্টঃ ঠিক আছে, আপনি যেভাবে ভাল মনে করেন।

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

২১তম দৃশ্য(খ)

(রউফ খাইরাতের অফিসে ছাত্রনেতার আগমন)

ছাত্রনেতাঃ আসতে পারি?

খাইরাতঃ আসবে না কেন, তোমার জন্যই তো সকাল থেকে অপেক্ষা করছি। এত দেরি করলে কেন?

ছাত্রনেতাঃ যাহোক, আপনার কিছু বলার থাকলে তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। আমি আবার খুব ব্যস্ত মানুষ, সময় খুব কম।

খাইরাতঃ তুমি যে ছাত্র রাজনীতি করে সর্বদা এত ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছ-- সময় দিচ্ছ, শ্রম দিচ্ছ, মেধা দিচ্ছ, অর্থ দিচ্ছ, হয়তো বা জীবনটাও দিয়ে দিতে চাচ্ছ, কিন্তু বিনিময়ে কি পেলে? ইসলামী মৌলবাদীরা তো তোমার মত সরলমনা তরুণদের অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থে কেবল ব্যবহারই করে যাচ্ছে। ওদের পিছনে দৌড়াদৌড়ি না করে বরং আমাদের কাছে চলে আস, তোমার জীবনযাত্রার চেহারাই পাল্টে যাবে।

ছাত্রনেতাঃ
আল্লাহ্ আমায় পাঠিয়েছেন
এই পৃথিবীর 'পরে--
আল্লাহ্র নুরের বাতি আমি
জ্বালব আমার ঘরে।
যেই রহমানের বাতাস খেয়ে
আমার জীবন ভরে--
আমার জীবন দেব আমি
সেই খোদারই তরে।
শয়তান যে তুই আমায় নিয়ে
টানাটানি করিস না,
মোর খোদারে ছেড়ে আমি
তোর গোলামী করব না।

খাইরাতঃ তুমি যদি শুধু রাজনীতি আর ধর্মকর্মের মাঝেই ডুবে থাক, তাহলে তোমার জীবনটা চলবে কিভাবে। এ জীবনে টিকে থাকার জন্য টাকা দরকার, পয়সা দরকার, ভালমন্দ কিছু খাওয়া দরকার। জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ বলে কি কিছুই নেই? তোমাকে তো দেখছি না খেয়ে মরতে হবে। ছাত্র আন্দোলনে তোমার সহকর্মীরা, তোমার ঐ দ্বীনী ভাইয়েরা তো অনেকেই দেখছি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, আর তুমি একজন ত্যাগী নিবেদিতপ্রাণ হয়েও সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও ফতুর হয়ে পড়ে আছ।

ছাত্রনেতাঃ
চাই না টাকা চাই না পয়সা
চাই না আমি রসমালাই--
আমার দাবি যে একটাই
ঈমান নিয়েই বাঁচতে চাই।
শয়তান আমায় একলা পেলে--
ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলে;
শিখায় আমায় হিংসা-বিদ্বেষ,
শিখায় অহংকার-বড়াই--
ঈমানদার ভাইবোনদের সাথে
লাগিয়ে দিতে চায় লড়াই।
আল্লাহ্র কাছে আমি এসব
ফেতনা থেকেই বাঁচতে চাই;
সকল মুসলমানের সাথে
মিলেমিশে থাকতে চাই।

খাইরাতঃ তুমি আর দুনিয়ার লাভ-ক্ষতির কি বুঝবে? তুমি তো শুধু আল্লাহ্র কিতাবে কি আছে তা নিয়েই পড়ে থাক।

ছাত্রনেতাঃ
আল্লাহ্র কালাম শিখে আমি
আল্লাহ্র পথেই চলতে চাই;
তাই দেখে ঐ হিংসুক পাষাণ
মুনাফিকের নিদ্রা নাই।

(রউফ খাইরাত গাড়িতে করে যাচ্ছেন। মোটর সাইকেল আরোহী কয়েকজন ইসলামপন্থী গাড়িটি লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলী নিক্ষেপ করে। সবশেষে একটি বোমা নিক্ষেপ করে। গাড়িটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়।)

নেপথ্যে কুরআন তেলাওয়াতঃ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ

অর্থঃ আমি এমনিভাবে জালেমদের শাস্তি প্রদান করি।

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

শেষ দৃশ্য

(সমগ্র মিশর বিক্ষোভে আলোড়িত। প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে হোসনী মোবারক ভীত ও উদ্বিগ্ন অবস্থায় পায়চারী করছেন। রক্ষীর প্রবেশ।)

প্রেসিডেন্টঃ খবর কি?

রক্ষীঃ স্যার, সমগ্র দেশ মিছিলে উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে। ইসলামী জনতা লংমার্চ করে রাজধানীর দিকেই এগিয়ে আসছে।

প্রেসিডেন্টঃ ওরা আর কতদুর আসতে পারবে? আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, কায়রোর উপকণ্ঠে ভারী অস্ত্র ফিট করা হোক। রাজধানীর কাছে আসা মাত্রই বৃষ্টির মত গোলাবর্ষণ করে ইসলামী বিপ্লবের সাধ মিটিয়ে দেয়া হোক। আমার এই নির্দেশনামা সেনাবাহিনীর প্রধানের হাতে পৌঁছে দাও।

(প্রেসিডেন্ট একটি কাগজ রক্ষীর হাতে দিলেন। রক্ষীর প্রস্থান।)

(মিছিলে নেতৃত্বদানকারী একজন দু'হাত তুলে মোনাজাত করছেন।)

رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا- رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ- رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيْمَ0

ঃ হে আমাদের রব, তুমি ফেরাউনকে আর তার সর্দারদেরকে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর দান করেছ এবং সম্পদ দান করেছ--হে আমাদের রব, এজন্যই কি যে তারা তোমার পথ থেকে বিপথগামী করবে! হে আমাদের রব, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দাও যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়।

(রক্ষীর পুনরায় প্রবেশ)

রক্ষীঃ স্যার, নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে লংমার্চকারীরা রাজধানীতে ঢুকে পড়েছে। কায়রোর কেন্দ্রীয় এলাকা থেকে ওরা মাত্র দুই কিলোমিটার দুরে অবস্থান করছে।

প্রেসিডেন্টঃ কিভাবে! আমি তো একটু আগেই আদেশ দিয়ে দিয়েছি যে, নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করে ট্যাংক চালিয়ে জনতাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হোক। আমার নির্দেশ কি পালিত হয়নি?

রক্ষীঃ জাতীয় সশস্ত্র বাহিনী তো সর্বদাই জাঁহাপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত। কিন্তু হাজারো গোলাগুলী দিয়েও জনতার অগ্রযাত্রাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। ওরা এক হাজার মানুষ মরে তো দুই হাজার মানুষ সামনে আগায়। কোথাও আমাদের গোলাগুলী সব শেষ হয়ে যায়, আবার কোথাও ফিল্ড রেজিমেন্টের সৈন্যরা প্রাণ নিয়ে পালায়। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবীরা আমাদের এয়ারপোর্টের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

প্রেসিডেন্টঃ ভয় নেই, ওরা বিমান চালাতে পারবে না।

রক্ষীঃ স্যার, শুনেছি, আমাদের বিমান বাহিনীর দুইজন পাইলট নাকি পালিয়ে গিয়ে ইসলামী মৌলবাদীদের সাথে যোগদান করেছে। বিমান পেলেই তারা---

প্রেসিডেন্টঃ কি বললি? তাহলে খবরদার, এয়ারপোর্ট যেন ওরা দখল করতে না পারে। (রক্ষীর প্রস্থান)

প্রেসিডেন্টঃ (স্যাটেলাইট টেলিফোন উঠিয়ে) হ্যালো, এটা কি হোয়াইট হাউস?

ঃ জি।

ঃ আপনাদের প্রেসিডেন্টকে একটু বলতে পারেন, আমাকে উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

ঃ একজন পরাজিত সেনাপতিকে উদ্ধার করার মত ফালতু কাজের সময় আমাদের প্রেসিডেন্টের নেই। আপনি অনুগ্রহ করে অন্য কোথাও যোগাযোগ করুন।

ঃ হ্যালো, এটা কি তেলআবিবের প্রধানমন্ত্রীর অফিস?

ঃ জি। আমিই ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন।

ঃ বাঁচা গেল, মনের মানুষকেই পেয়ে গেলাম। আপনারা ইহুদী জাতি তো কমান্ডো অপারেশনের জন্য বিশ্ববিখ্যাত, তাই না? দয়া করে এই অধমের প্রাণটা বাঁচানোর যদি একটা ব্যবস্থা করেন, আমি সারাটা জীবন আপনার খাদেম হিসেবে কাটিয়ে দেব।

ঃ আমার খাদেমের অভাব নেই। আমি ফিলিস্তিনী জঙ্গীদের নিয়েই হিমশিম খাচ্ছি, আপনার দিকে তাকানোর সময় কোথায়?

ঃ আফসোস! আমি সারাটা জীবন যাদের কথায় ওঠাবসা করলাম, যাদের জন্য জানপ্রাণ দিয়ে ইসলামী মৌলবাদ দমনে কাজ করলাম, তারা সবাই আমাকে টয়লেট পেপারের মত ব্যবহার করে ফেলে দিল।

(হোসনী মোবারক মদ্যপান করছেন। কিছুক্ষণ পর রক্ষীর আবার আগমন।)

রক্ষীঃ সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার। মিছিলকারীরা এয়ারপোর্টের কাছেই এসে পড়েছে। ওদের রুখতে না পেরে বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সৈন্যরা তাদের ভারী অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম ফেলে রেখে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। বিমান বাহিনীর পাইলটরাও বিমানগুলো রেখে যে যার মত চম্পট দিয়েছে।

প্রেসিডেন্টঃ তাহলে আমি এখন হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে যাই।

(প্রেসিডেন্ট ছাদে উঠলেন। হেলিকপ্টারের সামনে পাইলট দণ্ডায়মান।)

প্রেসিডেন্টঃ চল, বিদেশে পালিয়ে যাই।

পাইলটঃ স্যার, এখন আর নিরাপদ নয়।

প্রেসিডেন্টঃ কিন্তু কেন?

পাইলটঃ আমি এইমাত্র ওয়্যারলেসে খবর পেলাম যে, এয়ারপোর্টের পতন হয়েছে এবং দলত্যাগী দুইজন পাইলট দুইটি ফাইটার নিয়ে সমগ্র কায়রোর আকাশে চক্কর দিচ্ছে।

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

(প্রাসাদের গেট ভেঙ্গে জনতার প্রবেশ। ছাদে উঠে প্রেসিডেন্টকে ধরে ফেলে জনতা। ধরে নিয়ে যায় এক বিরাট মাঠে। বিপ্লবী আদালতে বিচার হচ্ছে।)

বিচারকঃ এই ব্যক্তি বহু মানুষের জান, মাল ও ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে। আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আপনারা কি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এর শাস্তি দিতে চান?

জনতাঃ (সমস্বরে) অবশ্যই চাই।

বিচারকঃ

إِنَّمَا جَزٰؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ- ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ 0

অর্থঃ নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে। অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে। অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসন দেয়া হবে। এটাই হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

প্রেসিডেন্টঃ আপনারা এমন সংক্ষিপ্ত বিচারে একজন মানুষকে এতবড় দণ্ড দিতে যাচ্ছেন, এতে কি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে না?

বিচারকঃ এ ধরনের বিচার তো আমরা আপনার কাছেই শিখেছি। আপনার শাসনাধীনে মানবাধিকার শেখার সুযোগ আমাদের হয়নি।

(অতঃপর হোসনী মোবারককে হাঁটিয়ে নিয়ে একটি গাছের সাথে বাঁধা হয়। পাথরের আঘাতে তার সারা দেহ রক্তাক্ত। পর্যায়ক্রমে তার চার হাত-পা কাটা হয়। অতঃপর বাঁধন খুলে গাছের ডালের সাথে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়।)

বিচারকঃ এই জালেমের শরীরের টুকরো অংশগুলো সেই সমস্ত দেশে পাঠানো হোক, যারা তাকে মদদ করত। আর মাথাটা আমাদের জাদুঘরে ফেরাউনের লাশের পাশে রেখে দেয়া হোক।

প্রেক্ষাপট

ফারুক কাকার শাহাদাতের সংবাদ পাবার পরবর্তী সময়ে যখন ভারাক্রান্ত ও অবসন্ন হৃদয়ে দিন অতিবাহিত হচ্ছিল, তখন একদিন সকালে ঘুমা ভাঙ্গার পুর্ব মুহুর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি দৃশ্য-- যেন মিশরে ইসলামী তরুণদের এক বিক্ষোভ মিছিল, আর তার সামনে রাস্তায় কতগুলো গাড়ি। ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে এ নিয়ে মনের মুকুরে চিন্তার ডালপালা ক্রমে বিস্তার করতে লাগল। আর কলমের খোঁচায় সেগুলোই রূপান্তরিত হলো নাটকে। এর প্রায় সাত বছর পর ২০০১ সালে কম্পিউটারের কল্যাণে নাটকটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল "মাসিক মাদরাসা" নামক একটি পত্রিকায়। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর স্বৈরাচারী শাসকদের তুলে ধরাই এ নাটকের উদ্দেশ্য।

উৎসর্গ

শহীদ মুজাহিদ কমান্ডার ফারুক হাসান স্মরণে---